ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-154 ■ 12 March, 2025 ■ আগরতলা ১২ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ২৭ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতীয় সংস্কৃতির এক অমূল্য রত্ন ঃ অমিত শাহ

নয়দিল্লী, ১১ মার্চ ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র তথা সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ আজ নতুন দিল্লিতে উত্তর-পূর্ব ছাত্র ও যুব সংসদে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। স্টুডেন্ট এক্সপেরিয়েন্স ইন ইন্টার-স্টেট লিভিং (এসইআইএল) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতীয় সংস্কৃতির এক অমূল্য রত্ন হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পরম্পরা ও ঐতিহ্য পূর্ণ এই অঞ্চল ভারতের সাংস্কৃতিক বুননকে সমৃদ্ধ করেছে। এই অঞ্চলের অপরিসীম সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন তিনি। শ্রী শাহ বিশেষ করে পর্যটনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই অঞ্চলের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ আইকিউ বৃদ্ধির জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যুবকদের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অঞ্চযে বসবাস করছে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী জনজাতিদের জনগণ। শ্রী শাহ জোর দিয়ে বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল হল বৈচিত্র্যের এক ভূমি, যেখানে ২২০টিরও বেশি জনজাতি গোষ্ঠী, ১৬০টি জনজাতি, ২০০টি উপভাষা ও ভাষা, ৫০টি অনন্য উৎসব এবং ৩০টিরও বেশি বিশ্বখ্যাত নৃত্যশৈলী রয়েছে।

অমিত শাহ স্বীকার করেন যে, বহু অনন্য গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। কারণ একটা সময় বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ উসকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করে বলেন, হিংসা, বনধ, মাদক, অবরোধ এবং আঞ্চলিকতা এই অঞ্চলকে বিভক্ত করে রেখেছিলো, যা কেবল উত্তর-পূর্ব এবং দেশের বাকি অংশের মধ্যেই নয়, এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টি করেছিলো। ফলস্বরূপ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশ প্রক্রিয়া ৪০ বছর বিলম্বিত হয়। সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলি এই সময়কালে প্রাথমিক বাধা ছিল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শাহ বলেন, তাঁর দল যখনই ক্ষমতায় এসেছে, উত্তর-পূর্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি বলেন, আগে এত বড় ও অনুন্নত অঞ্চলের জন্য কোনও পৃথক মন্ত্রক ছিল না। কিন্তু অটলজীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে এই মন্ত্রক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি কর্মসূচিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। শ্রী শাহ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের উন্নয়নে আধিকারিকরা হলেন চালিকাশক্তি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিকশিত ভারত গড়ে তোলার জন্য কাজ করছেন। বিকশিত ভারত গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর টিম ইন্ডিয়ার মতো রাজ্যের বিকাশে টিম ত্রিপুরা গঠন করতে হবে। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে টিম ত্রিপুরাকে একত্রে কাজ করতে হবে। আজ উদয়পুরের রাজর্ষি হলে পশ্চিম ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, সিপাহীজলা এবং গোমতী জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে জেলাভিত্তিক এক কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশানের মাধ্যমেই উন্নয়ন কর্মসূচি সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এর সুফল যাতে সাধারণ মানুষ পান তার জন্য মানুষের কাছে সরকারের সকল সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েতে ই-অফিস চালু করা হয়েছে। এর উপকারিতা সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন। ত্রিপুরা এখন পারফর্মিং স্টেট থেকে ফ্রন্ট রানার্স স্টেটে রূপান্তরিত হয়েছে। ত্রিপুরাতে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার জন্য সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, টিবি মুক্ত ভারত গড়ে তোলার জন্য ত্রিপুরা খুব ভাল জায়গায় রয়েছে। আজকের কর্মশালার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী এধরণের কর্মসূচি মহকুমা থেকে ব্লকস্তরে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

বিকশিত ভারতের রূপরেখা ও পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার বিষয়ে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে নয়াদিল্লিতে রাজ্যগুলির মুখ্যসচিবদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নয়াদিল্লিতে আয়োজিত সম্মেলনে আলোচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিকদের অবগত করার জন্য রাজ্যেও কর্মশালা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ উদয়পুরের রাজর্ষি হলে ত্রিপুরার চারটি জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে এক জেলাভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

আজকের এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, নগর উন্নয়ন এবং গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের সচিব ড. কে শশী কুমার, গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক স্মিতা মল সহ প্রতিটি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জঙ্গল থেকে ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। জঙ্গল থেকে এক ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ সকালে মলয়নগর বাইপাস সড়কের পাশের জঙ্গলে ওই মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের বোনের দাবি, তাঁর ভাইকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আপতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে মৃতের বোন জানিয়েছেন, গতকাল সকালে বাড়ি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমের অগ্রনী সৈনিক হিসাবে কাজ করছে কংগ্রেস ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। সিপিএমের অগ্রণী সৈনিক হিসেবে কাজ করছে কংগ্রেস। সিপিএমের বক্তব্যগুলি কংগ্রেস আগে থেকে বলার চেষ্টা করছে। একাধিক ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে বিজেপি সরকারকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস দল। কিন্তু কংগ্রেস আমলে একাধিক দুর্নীতির তথ্য রয়েছে। মানুষ সেগুলি ভুলে যায়নি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন, কংগ্রেস তাদের জনসভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে চাকরি না দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে। তিনি তথ্য দিয়ে বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে ১৭৬৪৫ জনের চাকুরী হয়েছে। এবং সেই পদগুলির মধ্যে কোনো ধরনের দুর্নীতির প্রমাণ নেই। স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মাধ্যমেই এই চাকুরীগুলি দেওয়া হয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, কিন্তু কংগ্রেস আমলে চাকুরীর নামে দুর্নীতি করা হয়েছে। তথ্য সহ উদাহরন দিতে গিয়ে নবেন্দু ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন, ১৯৯০ সালে টিসিএস এবং টিপিএস পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছিল। তখন বিয়েতে চাকুরীর অফার উপহার হিসেবে দেওয়া হতো। নেতা মন্ত্রীদের পকেটে থাকতো এই চাকুরীর অফার।

এছাড়াও সিপিআইএম এবং কংগ্রেসের মধ্যে গোপন সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন নবেন্দু ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, সেই আমলে সিপিআইএম এবং কংগ্রেসের মধ্যে লেনদেন ভাগ বাটোয়ারা চলত। একাধিক এধরনের ঘটনা রয়েছে। তিনি ১৯৯৩ সালের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিবরণ তুলে এনে বলেন, ১৯৯৩ সালে নির্বাচনের আগে পুরসভা ভাংচুর, পঞ্চায়েত ভাঙচুর, খাদ্য কেলেঙ্কারি, ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারি, বিভিন্ন স্কিমের টাকা লোপাট আরো প্রচুর ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাগুলো মানুষ ভুলে যায়নি। তিনি বলেন, কংগ্রেসের সময়কালে এত দুর্নীতি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। ফের রেলে কাটা পড়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। গতকাল রাতে তেলিয়ামুড়া রেল থানার অন্তর্গত ডি.এম কলোনি এলাকায় ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা রেলস্টেশন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে জিআরপি। পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে ডি.এম কলোনি এলাকার ৩৬ বছর বয়সের যুবক অজিত সরকার দূরপাল্লার রেলের☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামীদিনে রাজ্যে রাজনৈতিক ভূমিকম্প হবে ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। ত্রিপুরায় আগামীদিন রাজনৈতিক ভূমিকম্প হবে। আজ কংগ্রেসের জনসভায় এমনটাই দাবি করলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। সাথে তিনি যোগ করেন, বিজেপির হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে লড়াই ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। দেশের স্বার্থে একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে।

আজ জয় বাপু, জয় ভীম, জয় সংবিধান ওই স্লোগানকে সামনে রেখে আজ রাজধানীর ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় প্রদেশ কংগ্রেস জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন জনসভায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সেবাদলের সর্বভারতীয় সভাপতি লালজি দেশাই, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেল স্টেশন থেকে পাঁচ বাংলাদেশি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ মার্চ।। উদয়পুর রেলস্টেশনে ফের অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা ৪ বাংলাদেশি মহিলা ও ১ পুরুষকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গের নকল আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতরা দালালদের মাধ্যমে সীমান্ত পার হয়ে রেলস্টেশনে এসে পৌঁছেছিল। গ্রেপ্তারকৃতরা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেট নিয়ে লোকসভায় বিপ্লব

দেশকে আর্থিক দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ।। কেন্দ্রীয় বাজেট দেশের যুবসমাজ, মধ্যবিত্ত এবং কৃষকদের আর্থিক বিকাশের ভবিষ্যৎ তৈরি করার আশা ও স্বপ্ন দেখিয়েছে। আজ লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে এমনটাই অভিমত ব্যক্ত করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন তিনি বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে গোটা দেশ লাভবান হবে। এই বাজেটে ৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া, এই বাজেটের মাধ্যমে দেশকে আর্থিক দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারও পরিকল্পনা নির্মলা সীতারামন করেছেন। দেশের জনি এতো বড় গুরু দায়িত্ব একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনই করতে পারেন।পাশাপাশি,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩৫০ বোতল এসকফ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। গতকাল রাতে আগরতলা রেল স্টেশনে জিআরপি এবং আরপিএফ যৌথ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে ৩৫০ বোতল কফ সিরাপ এসকাপ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে ওই নেশা সামগ্রী মালিকের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানান ওসি তাপস দাস।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, গতকাল রাতে আগরতলা রেল স্টেশনে রুটিন চেকআপের সময় আগরতলা সরকারি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মর্মান্তিক!

অগ্নিদগ্ধ একই পরিবারের তিন সদস্য, মৃত্যু একজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১১ মার্চ।। গতকাল রাতে মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী রইল বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর পিআর বাড়ি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ কাশারীর এলাকাবাসী। অগ্নিদগ্ধা হয়ে গুরুতর আহত হয়েছে একই পরিবারের তিনজন সদস্য। এর মধ্যে আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক মহিলার মৃত্যুর হয়েছে। দমকলবাহিনীর প্রাথমিক ধারণা, বিদ্যুতের শট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ দক্ষিণ কাশারী এলাকার সন্তোষ সরকারের বসত ঘরে আগুন। এলাকার পাড়া প্রতিবেশীরা আগুন দেখে খবর দেয় রাজনগর ও বিলোনিয়া দমকলবাহিনীতে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলের দুইটি ইঞ্জিন। দপ্তরের কর্মী থেকে শুরু করে এলাকাবাসীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও বসত ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

পাশাপাশি ওই বাড়ির সদস্য সন্তোষ সরকার, স্ত্রী টুলু রানী সরকার, ছেলে মিঠুন সরকার বাড়ির এই তিন জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে আহত হয়েছে। আহতদের প্রথমে বড়পাথরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক সেখান থেকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার লাখ টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার, আটক দুই, উদ্ধার বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, কৈলাসহর, ১১ মার্চ।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাড়ে চার লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু বাড়ির মালিক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

ওসি সুব্রত দেবনাথ জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে খাদ্যাখলা এলাকার হারুন মিয়ার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মাটির নিচ থেকে গ্রাম ভর্তি শুকনো গাজা উদ্ধার করে যাত্রাপুর থানার পুলিশ।

ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, উদ্ধারকৃত গাজার মূল্য প্রায় চার লক্ষাধিক টাকা। পুলিশ আসার খবর পেয়ে বাড়ির মালিক আগেই পালিয়ে যায়। হারুন মিয়ার বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস মামলা হাতে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ব্রাউন সুগারসহ দুই যুবককে আটক করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ। এর সাথে একটি বাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আটককৃতদের মঙ্গলবার দুপুরে কৈলাসহর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল নির্মানের দাবি সংসদে

রাজ্যে বাম-কংগ্রেস শাসনের তীব্র সমালোচনা করলেন সাংসদ রাজীব

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ।। সিপিএম এবং কংগ্রেস ত্রিপুরার জন্য কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করে নি। তাঁরা শুধু গরিবদের ঠকিয়ে রাজত্ব করেছে। আজ সাংসদে বাম-কংগ্রেস শাসনের তীব্র সমালোচনায় সরব হলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন শ্রী ভট্টাচার্য্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তরপূর্বাঞ্চলে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে। এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ছোঁয়া ত্রিপুরায়ও দেখা গিয়েছে। সাথে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিগত দিনে সিপিএম এবং কংগ্রেসের আমলে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। তাঁর কটাক্ষ, সিপিএম এবং কংগ্রেস ত্রিপুরার জন্য কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করে নি। তাঁরা শুধু গরিবদের ঠকিয়ে রাজত্ব করেছে। কমিউনিস্টদের স্লোগানই ছিল দিতে হবে-দিতে হবে, নইলে ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও।

পাশাপাশি, এদিন তিনি এইমস-র ধাঁচে ত্রিপুরায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

একবছরে ত্রিপুরায় ৬৬,৭০৮ জন বিদেশি পর্যটকের আগমন, লোকসভায় তথ্য

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ।। চলতি বছরের ১০ মার্চ সোমবার পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৬৬,৭০৮ জন বিদেশী পর্যটক এসেছেন। এক বছরে ওই সংখ্যক বিদেশী পর্যটক ত্রিপুরায় এসেছেন। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে ত্রিপুরায় আসা বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৮,৪৯৩ জন। লোকসভায় একটি প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তিনি জানিয়েছেন, ২০২৩ সালে সারা দেশে মোট ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮১৭ জন বিদেশী পর্যটক ভারত সফরে এসেছিলেন। ২০২২ সালে সফরকারী বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা ছিল ৮৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৬২ জন।

আরও বেশি বিদেশী পর্যটকদের ভারত ভ্রমণে উৎসাহিত করার জন্য পর্যটন মন্ত্রক কয়েক বছর ধরে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ তথা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে এদিন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী শেখাওয়াত। তিনি জানিয়েছেন, ‘স্বদেশ দর্শন’, ‘ন্যাশনাল মিশন অন পিলগ্রিমেজ রিজুভিন্যাশন অ্যান্ড স্পিরিচ্যুয়াল হেরিটেজ অগম্যানটেশন ড্রাইভ’ (প্রসাদ) প্রকল্প এবং ‘পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে সহায়তা’ প্রকল্পের আওতায় পর্যটন মন্ত্রক দেশের বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্যগুলিতে পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নে রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসন/ কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

তিনি জানান, পর্যটন মন্ত্রক তার বিভিন্ন প্রচার ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্যস্থল এবং পণ্য সম্পর্কে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচার করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে দেখো আপনা দেশ অভিযান, চলো ইন্ডিয়া অভিযান, আন্তর্জাতিক পর্যটন মার্ট, ভারত পর্ব।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ ময়দানে কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ মার্চ।। ভুল চিকিৎসায় রোগীদের মৃত্যুর ঘটনার পর নার্সিংহোমে তালা দিয়ে পালালো নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ সহ ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মীরা। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের দীঘলবাগ এলাকায়। ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুকে☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ১২ মার্চ,২০২৫ ইং
২৭ ফাল্গুন, বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

দূষিত ২০টি শহরের মধ্যে ১৩টিই ভারতে

শহর এলাকার চাইতে গ্রামীণ এলাকার পরিবেশ এখনো অনেকটাই স্বচ্ছ রহিয়াছে। শহর এলাকায় জনগণের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। মানুষ সচেতন থাকলে পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে।যত সময় যাইতেছে খারাপ হইতেছে বাতাসের মান। দূষণ সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে, বিশ্বের সবথেকে দূষিত ২০টি শহরের মধ্যে ১৩টিই ভারতের। শুধু তাই নয়, বিশ্বের দূষণ জর্জরিত দেশগুলির মধ্যে পঞ্চম সারিতে রহিয়াছে ভারত।২০২৪ সালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে সুইস সংস্থা আইকিউ এয়ার। সেখানে বলা হয়েছে, বিশ্বের দূষিততম রাজধানী শহর হল দিল্লি। দূষিত দেশগুলির তালিকায় পঞ্চম স্থানে রহিয়াছে ভারত। ২০২৩ সালে এই তালিকায় ভারতের স্থান ছিল তিন নম্বরে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, ২০২৪ সালে ভারতের দূষণ সূচক পিএম২.৫-এর ৭ শতাংশ খারাপ হয়য়াছে। পিএম২.৫ হল বায়ুদূষণ মাপার একটি সূচক। যার অর্থ বাতাসে মিশ্রিত কোনও ধূলিকণা বা রাসায়নিক কণা যা ২.৫ মাইক্রোমিটার অথবা তাহার থেকে কম। ২০২৩ সালে ভারতে পিএম২.৫ কনসেন্টেশনের পরিমাণ ছিল প্রতি কিউবিক মিটারে ৫৪.৪ মাইক্রোগ্রাম। গত বছর সেটা কমিয়া দাঁড়িয়েছে ৫০.৬ মাইক্রোগ্রামে। দূষণের সূচকে উন্নতি করিলেও দূষিত শহর হিসেবে রয়েছে ভারতের একাধিক শহরের নাম। তালিকায় সবার উপরে রয়েছে অসমের বার্নিহাট। এরপর রহরয়েছে দিল্লি। তালিকায় নাম রয়েছে- মুল্লানপুর (পঞ্জাব), ফরিদাবাদ, লোনি, নয়াদিল্লি, গুরুগ্রাম, গঙ্গানগর, গ্রেটার নয়ডা, ভিওয়াদি, মুজাফরনগর, হনুমানগড় এবং নয়ডা।

মরিশাসে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত, সঙ্গে উষ্ণ অভ্যর্থনা

পোর্ট লুইস, ১১ মার্চ (হি.স.): মরিশাস পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে মরিশাস পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। মরিশাসের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বরা তাঁকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী নবীন রামগুলাম তাঁকে ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত জানান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী, মরিশাসের প্রধান বিচারপতি, জাতীয় পরিষদের স্পিকার, বিরোধী দল নেতা, বিদেশমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গ্র্যান্ড পোর্ট জেলা পরিষদের চেয়ারপার্সন এবং আরও অনেকে। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে মোট ২০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে ছিলেন সাংসদ, বিধায়ক, কূটনৈতিক বাহিনী এবং আধ্যাত্মিক নেতারা।

দু’’দিনের সফরে মঙ্গলবার ভোরেই দিল্লি থেকে মরিশাসের উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী মোদী। খুব সকালেই তিনি পৌঁছে যান মরিশাসে। ১২ মার্চ প্রধান অতিথি হিসেবে মরিশাসের জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি জাহাজের পাশাপাশি ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি দলও উদযাপনে অংশগ্রহণ করবে।

দিল্লির আনন্দ বিহারের কাছে ঝুপড়িতে আগুন, মৃত্যু ৩ জনের

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): দিল্লির আনন্দ বিহারের কাছে ঝুপড়িতে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে ৩ জন শ্রমিকের, এছাড়াও একজন আহত হয়েছেন। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর ঝুপড়িতে আটকে পড়েন নিহতরা, তাঁরা বেরিয়ে আসতে পারেনি। দমকল বাহিনী পরে আগুন নিভিয়ে দেহগুলি উদ্ধার করেছে।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, মঙ্গলবার ভোররাত ২.১৫ মিনিট নাগাদ মঙ্গলম রোডের ধারে অবস্থিত বস্তিতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায়। আগুন এতটাই ভয়াবহ রূপ নেয় যে, ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ডিডিএ প্লট ও রোটারি ক্লাব অফিসের পাশে ড্রেনের কাছে অস্থায়ী তাঁবুতে থাকতেন আইজিএল কোম্পানির চারজন কর্মী। রাতে জগ্গি, শ্যাম সিং, কান্ত প্রসাদ ও নীতিন সেই তাঁবুতে ঘুমাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ আগুন লেগে যায়।

বৈধ নথি ছাড়াই ভারতে বসবাস, ৫ বাংলাদেশি গ্রেফতার দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): বৈধ নথি ছাড়াই ভারতে বসবাস করার অভিযোগে ৫ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। দিল্লির বিভিন্ন এলাকা থেকে ৫ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সদর বাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে দুই বাংলাদেশিকে এবং বাকি ৩ জনকে আউটার জেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, এই ৫ জন বাংলাদেশি নাগরিক অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করত। তাদের কাছে কোনও বৈধ নথি নেই। মঙ্গলবার পুলিশের পক্ষ আরও জানানো হয়েছে, ভারতে অবৈধ নথিও তৈরি করেছিল তারা।

দিল্লির আদালতে হাজিরা তেজপ্রতাপ ও হেমার, জামিনও পেলেন লালুর ছেলে ও মেয়ে

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): জমির বিনিময়ে চাকরি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে হাজিরা দিলেন তেজপ্রতাপ যাদব ও হেমা যাদব। আদালতের পাঠানো সমনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সকালে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে হাজিরা দেন তেজপ্রতাপ ও হেমা-সহ অন্যান্যরা।

এদিন জামিনও পেয়ে গিয়েছেন লালু প্রসাদ যাদবের ছেলে ও মেয়ে। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত আরজেডি নেতা তেজ প্রতাপ যাদব, হেমা যাদব এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের ৫০,০০০ টাকার বন্ড এবং সমপরিমাণ একটি সিউরিটি বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছে।

ডিএমকে ও তামিলনাড়ুর জনগণের পাশে রয়েছে তৃণমূল : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের তীব্র সমালোচনা করে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, ডিএমকে ও তামিলনাড়ুর জনগণের পাশে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝির পাশে দাঁড়িয়ে কল্যাণ বলেছেন, ‘কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অপ্রত্যাশিত। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তামিলনাড়ুর জনগণের উদ্দেশ্যে এমন ভাষা ব্যবহার করে রাজ্যের জনগণের মর্যাদা হ্রাস করেছেন।’কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি জানিয়েছেন, ‘হয় তাঁর সংসদে ক্ষমা চাওয়া উচিত, নয়তো তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে মন্ত্রী পদ থেকে অপসারণ করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী মোদীর শোনা উচিত তার মন্ত্রীরা কী করছেন। ডিএমকে এবং তামিলনাড়ুর জনগণের পাশে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।’

মহাজাগতিক বিকিরণের উপাখ্যান

মহাশূন্যের গহিন থেকে আসে মহাজাগতিক বিকিরণ। নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিকিরণের মধ্যে এই বিকিরণ যে পৃথিবীর বাইরে থেকে আসে, তা জানার জন্য নানারকম কারিকুরি করতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের। এই রহস্যভেদ, প্রাকৃতিক কণাত্বরক যন্ত্র ও কণাবৃষ্টির কথা ***ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী***

মহাশূন্যের গহিন থেকে আসে মহাজাগতিক বিকিরণ। এর রহস্যভেদ, প্রাকৃতিক কণাত্বরক যন্ত্র ও কণাবৃষ্টির কথা আমরা ডুবে আছি বিকিরণের সমুদ্রে। সর্বত্র এগুলোর সরব উপস্থিতি। অথচ অধিকাংশ সময়েই এগুলোর অস্তিত্ব পর্যন্ত অনুভব করতে পারি না আমরা। উদাহরণ হিসেবে আমাদের নিত্যব্যবহার্য উপকরণ মুঠোফোনে ব্যবহৃত রেডিয়েশন বা বিকিরণের কথাই ভাবুন। এগুলো এক বিশেষ ধরনের তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণ, যার নাম বেতার তরঙ্গ। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তথ্য ও ছবি বয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্বটি পালন করে। আধুনিক বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের কাছে মুঠোফোন আছে। তাই পৃথিবীর আনাচকানাচে প্রতি মুহূর্তে চলছে এগুলোর অন্তহীন ছুটে চলা। অথচ কোনো মানুষই তার ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে সামান্যতম অনুভবও করতে পারে না এগুলোকে।

অনুভব না করলেও কিছু বিশেষ ধরনের বিকিরণের সংস্পর্শ মানুষের দেহে ভয়ংকর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির মতো আয়নাইজিং রেডিয়েশন বা আয়নিত বিকিরণগুলো এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন এই বিকিরণগুলো সহজেই পরমাণুর ভেতরে থাকা ইলেকট্রনদের ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারে। এর কারণে ভেঙে যায় রাসায়নিক বন্ধন। তৈরি হয় ফ্রি রেডিক্যাল বা মুক্তমূলক নামে অতিসক্রিয় একধরনের রাসায়নিক উপাদান। এগুলো প্রোটিনের মতো নানা জৈবিক অণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করার মাধ্যমে ধ্বংস করে দিতে পারে সুস্থ-সবল দেহকোষকে। অবশ্য এতে খুব বেশি আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আয়নিত বিকিরণের সংস্পর্শে এলেও মানবদেহের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। দেহের স্বয়ংক্রিয় প্রতিরোধব্যবস্থা খুব সহজেই এ ধাক্কা সামলে নিতে পারে। শুধু মাত্রাতিরিক্ত বিকিরণের সংস্পর্শে এলেই ঘটতে পারে বিপদ।

মানুষের দেহ যেসব ক্ষতিকর বিকিরণের সংস্পর্শে আসতে পারে, সেগুলোকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মানবসৃষ্ট বিকিরণ ও প্রাকৃতিক বিকিরণ। প্রথম ধরনের বিকিরণের প্রায় ৯০ শতাংশই আসে স্বাস্থ্য খাতে ব্যবহার করা নানা যন্ত্রপাতি থেকে। যেমন এক্স-রে মেশিন, এমআরআই মেশিন ইত্যাদি। অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিকিরণের অন্যতম প্রধান উৎস তেজস্ক্রিয় গ্যাস রেডন। এগুলোর উৎপত্তি পৃথিবীপৃষ্ঠের গভীরে থাকা ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয় ক্ষয়প্রক্রিয়া থেকে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক বিকিরণ উৎসগুলো নিয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে শুরু করেন। স্থানভেদে এগুলোর তীব্রতার তারতম্য কতটুকু হয়, সেটি নির্ধারণ করাই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি মাটি থেকে ওপরের দিকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর প্রভাবে ঘটা বাতাসের আয়নাইজেশনের মাত্রা কতটুকু পরিবর্তিত হয়, সেটিও খতিয়ে দেখতে চাইলেন তাঁরা।

মানুষের দেহ যেসব ক্ষতিকর বিকিরণের সংস্পর্শে আসতে পারে, সেগুলোকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মানবসৃষ্ট বিকিরণ ও প্রাকৃতিক বিকিরণ। প্রথম ধরনের বিকিরণের প্রায় ৯০ শতাংশই আসে স্বাস্থ্য খাতে ব্যবহার করা নানা যন্ত্রপাতি থেকে। যেমন এক্স-রে মেশিন, এমআরআই মেশিন ইত্যাদি সাধারণ বিচারবুদ্ধি অনুসারে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বিকিরণের প্রভাব ক্রমাগত কমে যাওয়ার কথা। কারণ, উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাটির গভীরে থাকা তেজস্ক্রিয় উৎস থেকে দূরত্ব বেড়ে যায়। আপাতদৃষ্টে নিখাদ এই তত্ত্বকে যাচাই করে দেখতে চাইলেন জার্মান বিজ্ঞানী থিওডোর উলফ। ১৯০৯ সালে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি চড়ে বসলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত আইফেল টাওয়ারের মাথায়। মাটি থেকে টাওয়ারের চূড়ার উচ্চতা ছিল প্রায় তিন শ মিটার। সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরে প্রাকৃতিক বিকিরণের প্রভাব কমে যাওয়ার অকাট্য প্রমাণ পেলেন তিনি। মাটিতে থাকা তেজস্ক্রিয় উৎসের জন্য ঘটা বাতাসের আয়নাইজেশনের মাত্রা টাওয়ারের মাথায় নেমে আসে প্রায় অর্ধেকে। কিন্তু সমস্যা বাধে অন্য জায়গায়। উলফের প্রাপ্ত মানটি প্রত্যাশিত ফলাফলের ধারেকাছেও ছিল না। উচ্চতা বিচারে আরও অনেক কমে যাওয়া যাওয়া উচিত ছিল প্রাকৃতিক বিকিরণের প্রভাব। এরপরে দৃশ্যপটে এলেন অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ ভিক্টর হেস। তিনি হিসাব করে দেখলেন, মাটি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার উচ্চতায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসা উচিত প্রাকৃতিক বিকিরণের প্রভাব। যাচাই করার জন্য ১৯১১ সালে বিশেষ যন্ত্রপাতিসহ তিনি একটি গ্যাসভর্তি বেলুনে চড়ে বসলেন। কিন্তু মাটি থেকে প্রায় ১১০০ মিটার উচ্চতাতেও বাতাসের আয়নাইজেশনের হার শূন্যে নেমে আসার কোনো নামগন্ধ খুঁজে পেলেন না। উচ্চতা বাড়লেও কেন যেন প্রত্যাশিত মাত্রায় কমে যাচ্ছিল না প্রাকৃতিক বিকিরণের প্রভাব। হাল ছাড়লেন না হেস। ক্রমান্বয়ে আরও উঁচুতে উঠে মাপতে থাকলেন বাতাসের আয়নাইজেশনের মাত্রা। ১৯১২ সালে তিনি বেলুন নিয়ে বেশ কয়েকবার উঠে যান প্রায় ৫ হাজার মিটার উচ্চতায়। সেই সুবিশাল উচ্চতায় তিনি এক অদ্ভুতুড়ে ঘটনার মুখোমুখি হন। খুব সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হন, বাতাসে আয়নাইজেশনের মাত্রা কমার পরিবর্তে হঠাৎ করেই অনেকখানি বেড়ে গেছে! পৌঁছে গেছে ভূপৃষ্ঠে প্রাপ্ত মানের প্রায় দ্বিগুণ পর্যন্ত। অর্থাৎ উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে কিছু দূর পর্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে প্রাকৃতিক বিকিরণের প্রভাব কমলেও পরে সেটি পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। এমনকি ৯ হাজার ৩০০ মিটার উচ্চতায় বাতাসের আয়নাইজেশনের হার ভূপৃষ্ঠের তুলনায় ৪০ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।

হন্যে হয়ে এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজতে শুরু করলেন হেস। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অজানা এক বিকিরণের আবির্ভাবের জন্য এমন ঘটনা ঘটতে পারে। এই বিকিরণের উৎস কোনোভাবেই পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে পারে না। বরং এগুলো আসে পৃথিবীর বাইরে থেকে। বায়ুমণ্ডল এগুলোর বিপক্ষে ঢাল হিসেবে কাজ করে। ফলে মহাশূন্য থেকে এসে একদম ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয় না এগুলোর পক্ষে। সে কারণেই এত দিন পর্যন্ত কেউ এগুলো খুঁজে পাননি। ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডল ক্রমেই পাতলা হওয়ার সুবাদে এগুলোর উপস্থিতি দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। যথেষ্ট যৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও প্রথম দিকে হেসের উপসংহার বৈজ্ঞানিক সমাজে খুব একটা সাড়া ফেলতে পারেনি। তবে ১৯২৫ সালে বিখ্যাত মার্কিন এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিসিস্ট রবার্ট অ্যান্ড্রুস মিলিকানের গবেষণার সূত্র ধরে নতুন প্রাণ পায় হেসের সমাধানটি। তিনি এই অজানা বিকিরণের নামকরণ করেন কসমিক রে বা মহাজাগতিক রশ্মি। দেরিতে হলেও এগুলো আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৬ সালে মর্যাদাপূর্ণ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয় ভিক্টর হেসকে। প্রকৃতির পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর কসমিক রশ্মিরা আসলে কী দিয়ে গঠিত? রবার্ট মিলিকানের মতে, এরা উচ্চশক্তিসম্পন্ন গামা রশ্মি। যেগুলোর উৎপত্তি আন্তনাক্ষত্রিক মহাশূন্যে থাকা হাইড্রোজেন পরমাণুর ফিউশনের মাধ্যমে। কিন্তু অচিরেই তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণ করেন ডাচ পদার্থবিদ জেকব ক্লে। তাঁর করা এক্সপেরিমেন্টে চৌম্বকক্ষেত্রের উপস্থিতিতে মহাজাগতিক রশ্মিদের বেঁকে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলো এলেই যদি গামা বিকিরণ হতো, তাহলে চৌম্বকক্ষেত্র বা তড়িৎক্ষেত্রের উপস্থিতিতে এগুলোর গতিপথ সামান্যতম পরিবর্তন হতো না। শুধু চার্জিত কণাদের গতিপথই এগুলোর উপস্থিতিতে পরিবর্তিত হতে পারে।

আধুনিক যুগে এসে বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মির গঠন রহস্য উন্মোচন করতে পেরেছেন। এগুলোর সিংহভাগ গঠিত হয় ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট প্রোটনদের নিয়ে। শতকরা হিসাবে এগুলোর উপস্থিতি প্রায় ৮৯ ভাগ। পাশাপাশি এতে শতকরা ১০ শতাংশের কাছাকাছি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব থাকে। বাকি এক ভাগ অপেক্ষাকৃত ভারী নিউক্লিয়াস। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন হতে পারে এই মহাজাগতিক কণারা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে আঘাত করা কণাগুলোর শক্তির মান হতে পারে ১০২০ ইলেকট্রন ভোল্টের সমান। একটু তুলনা করলে এই শক্তির মানের মাহাত্ম্যটা বুঝতে সহজ হবে। এখন পর্যন্ত মানুষের তৈরি সবচেয়ে শক্তিশালী কণাত্বরক যন্ত্রের নাম লার্জ হ্যাড্রন কলাইডর। বিজ্ঞানীরা সেখানে প্রোটন কণাদের শক্তি সর্বোচ্চ ৬.৫×১০১২ ইলেকট্রন ভোল্ট পর্যন্ত উন্নীত করতে পেরেছেন। মহাজাগতিক প্রোটনদের সমান শক্তির পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে এখনো পাড়ি দিতে হবে অনেকটা পথ।

চেরেনকভ ডিটেক্টর- আচ্ছা, একটু ভাবুন তো, প্রচণ্ড শক্তিশালী এসব মহাজাগতিক কণাদের উৎস কী? প্রকৃতির কোন ভয়ংকর শক্তিশালী পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর থেকে এগুলোর আবির্ভাব? আধুনিক যুগে এসেও প্রশ্নগুলোর নিশ্চিত কোনো উত্তর নেই বিজ্ঞানীদের কাছে। মহাজাগতিক রশ্মির মূল উৎস হিসেবে অনেকেই সূর্যের নাম প্রস্তাব করতে পারেন। কিন্তু এটি মোটেই সত্য নয়। ১৯১২ সালের বেলুন এক্সপেরিমেন্টের সময়েই ভিক্টর হেস এ সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে গেছেন। তখন প্রায় পূর্ণাঙ্গ সূর্যগ্রহণের সময়েও হাজার পাঁচেক মিটার উচ্চতায় মহাজাগতিক কণাদের স্বাভাবিক উপস্থিতি লক্ষ করেন তিনি। যদি এগুলো সত্যি সূর্য থেকে উৎপন্ন হতো, তাহলে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়ে অবশ্যই এগুলোর উপস্থিতিতে ভাটা পড়ত। আর বিকিরণের প্রভাবে বাতাসের আয়নাইজেশনের মাত্রা কমে যেত। কিন্তু বাস্তবে এমনটা হয় না। অবশ্য সূর্য থেকে যে একেবারেই মহাজাগতিক কণা আসে না, তা কিন্তু নয়। শুধু সর্বনিম্ন শক্তির কণাদের উৎস সূর্য। সত্যিকারের উচ্চশক্তির কণাদের উৎস অন্য কোনো ভুবনে। আগেই বলেছি, চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে হরহামেশাই বেঁকে যেতে পারে উচ্চশক্তির মহাজাগতিক কণাদের গতিপথ। এ জন্য এগুলোর আদি ঠিকানা খুঁজে বের করা খুব কঠিন। তবে বিজ্ঞানীদের চেষ্টা থেমে নেই। মহাশূন্য থেকে আসা উচ্চশক্তির গামা বিকিরণগুলোর সূত্র ধরে এই রহস্য সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাঁরা। চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ায় গামা রশ্মির গতিপথ অপরিবর্তিত থাকে। ফলে সহজেই এগুলোর আদি উৎস শনাক্ত করা যায়। এগুলোর অন্যতম উৎস সুপারনোভা বিস্ফোরণের ধ্বংসাবশেষগুলো। এগুলোর অমিত শক্তিশালী প্রাকৃতিক পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর মহাজাগতিক কণাদের আদি উৎস হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এগুলোর বিস্ফোরণের সময়ে উৎপন্ন শক ওয়েভের ধাক্কায় অকল্পনীয় মাত্রায় ত্বরিত হতে পারার কথা কণাদের। বিজ্ঞানীদের এহেন অনুমান সত্য কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে।

কণাবৃষ্টির গল্প

প্রচণ্ড শক্তিশালী মহাজাগতিক কণারা বহু পথ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীতে পৌঁছায়। কিন্তু এই মহাজাগতিক অতিথিদের (!) একরকম দরজা থেকেই বিদায় করে দেয় পৃথিবীর বেরসিক বায়ুমণ্ডল। কারণ, এমনটা না করলে বিলীন হয়ে যেতে পারে গোটা জীবজগৎ। যাহোক, মহাজাগতিক রশ্মি ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারায় এগুলো নিয়ে সরাসরি পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা বা এগুলো সরাসরি শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। অবশ্য এতে খুব বেশি সমস্যায় পড়তে হয়নি বিজ্ঞানীদের। বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিকই এগুলোর নাগাল পাওয়ার উপায় খুঁজে বের করে ফেলেছেন তাঁরা। আর ধরিত্রীর বুকে হরেক রকম কণাদের বৃষ্টি নামিয়ে সেই কাজ অনেকটাই সহজ করে দেয় কসমিক রশ্মিরা নিজেই। চলুন বিস্তারিত জেনে নিই, কীভাবে ঘটে এ ঘটনা।

মহাজাগতিক কণারা (যেমন প্রোটন) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পৌঁছানোর পর সেখানে আগে থেকেই ওত পেতে থাকা পরমাণুদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে মহাজাগতিক কণাদের ভেতরে থাকা শক্তি রূপান্তরিত হয়ে তৈরি করে নতুন কণা ও প্রতিকণা। এগুলোও চুপচাপ বসে থাকে না। তৈরি হয়েই সংঘর্ষে জড়ায় বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে। অতঃপর একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এভাবে ধাপে ধাপে কণাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আর পাল্লা দিয়ে কমতে থাকে কণাদের গড় শক্তি। এই কণাগুলো বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার পরিধি কতটুকু হবে, সেটি নির্ভর করে মূল মহাজাগতিক কণাটির শক্তির ওপরে। পুরো প্রক্রিয়াটিকে অনেকটা বৃষ্টি নামার মতোই মনে হয়, যেখানে পানির ফোঁটার পরিবর্তে নেমে আসে হরেক রকম কণারা।

কণাবৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে পৌঁছানো কণাদের মধ্যে অন্যতম মিউওন। এগুলো আমাদের সুপরিচিত কণা ইলেকট্রনের জাত ভাই। ইলেকট্রনের চেয়ে সামান্য ভারী হলেও চার্জের মান ও প্রকৃতিতে পুরো একরকম। সংঘর্ষের মাধ্যমে খুব কম পরিমাণ শক্তি হারানোয় এগুলো খুব সহজেই ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠের লেভেলে পৃথিবীর প্রতি বর্গসেন্টিমিটার এলাকায় প্রতি মিনিটে কমপক্ষে একটি করে মিউওন কণা এসে পৌঁছায়। এ সময়ে এগুলোর গতিবেগ থাকে আলোর বেগের প্রায় ৯৮ শতাংশ। মহাজাগতিক রশ্মির নিশ্চিত আগমনী বার্তা নিয়ে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছানো মিউওনগুলোকে মেঘকক্ষ বা ক্লাউড চেম্বার ব্যবহার করে খুব সহজেই শনাক্ত করা যায়। এমনকি ঘরের এক কোনায় পড়ে থাকা কফির পট ব্যবহার করে তৈরি করা ডিটেক্টরের মাধ্যমেই শনাক্ত করা যায় এগুলো।

কণাবৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে পৌঁছানো কণাদের মধ্যে অন্যতম মিউওন। এগুলো আমাদের সুপরিচিত কণা ইলেকট্রনের জাত ভাই। ইলেকট্রনের চেয়ে সামান্য ভারী হলেও চার্জের মান ও প্রকৃতিতে পুরো একরকম। সংঘর্ষের মাধ্যমে খুব কম পরিমাণ শক্তি হারানোয় এগুলো খুব সহজেই ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে

প্রসঙ্গ থেকে একটু সরে গিয়ে মিউওন কণাদের নিয়ে কিছু অদ্ভুত তথ্য শেয়ার করার লোভ সামলাতে পারছি না। প্রায় আলোর বেগে চলে এগুলো। তাই এগুলোর মধ্যে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রয়োগ। একটু ব্যাখ্যা করা যাক। মিউওন কণাদের অর্ধায়ুর মান মাত্র ২ দশমিক ২ মাইক্রোসেকেন্ড। এই সময়কাল পেরোলেই এগুলো ক্ষয়প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় একটি ইলেকট্রন ও দুটি নিউট্রিনোতে। প্রচণ্ড বেগে চলার পরেও এই ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে মিউওনদের খুব বেশি হলে ৬৬০ মিটার পথ অতিক্রম করতে পারার কথা। অথচ বায়ুমণ্ডলের জন্মস্থান থেকে মাটি পর্যন্ত পৌঁছাতে এগুলোর পাড়ি দিতে হয় প্রায় ১০ কিলোমিটারের বেশি পথ। তাই স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছানোর অনেক আগেই ক্ষয়ে যাওয়ার কথা এগুলোর। কিন্তু বাস্তবে এমনটা হয় না। দিব্যি অবিকৃত থেকে এগুলো পৌঁছে যায় গন্তব্যে। এমনটা হওয়ার কারণ কী?

আসলে আলোর কাছাকাছি বেগে চলার দরুন এগুলোর ওপরে বেশ ভালো মতোই কাজ করে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব থেকে প্রাপ্ত কাল দীর্ঘায়ন নীতি। এই নীতি অনুসারে, পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থান করা পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতিশীল মিউওনরা বেঁচে থাকে আরও বেশ খানিকটা সময়। তখন এগুলোর অর্ধায়ুর মান গিয়ে দাঁড়ায় ৩০ দশমিক ৩ মাইক্রোসেকেন্ডে। ফলে খুব সহজেই মাটিতে পৌঁছে যেতে পারে এগুলো। এই অদ্ভুত ঘটনাকে চাইলে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের দৈর্ঘ্য সংকোচন নীতির মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে মিউওনদের অর্ধায়ু অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কমে আসবে ভূপৃষ্ঠ ও মিউওন কণাদের জন্মস্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

পিয়েরে এউগার অবজারভেটরি

যাহোক, আবারও ফিরে আসা যাক মহাজাগতিক কণাদের কাছে। এগুলো নিয়ে জোরেশোরে গবেষণা করতে হলে প্রথমেই দুটি মৌলিক তথ্য জানতে হবে। কণাদের গতিপথের দিক এবং এগুলোর শক্তির মান। নিখুঁতভাবে তথ্যগুলো জেনে নেওয়ার দুটি উপায় আছে বিজ্ঞানীদের হাতে। প্রথম উপায়ে আমাদের সোজা চলে যেতে হবে মহাশূন্যে। মহাজাগতিক কণারা বায়ুমণ্ডলের পরমাণুদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আগেই জেনে নিতে হবে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে অবস্থিত এএমএস এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা ঠিক এ কাজটাই করে চলেছেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় উপায়ে আমাদের এত কাঠখড় পুড়িয়ে মহাশূন্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভূপৃষ্ঠে বসে খুব ভালোভাবে কণাবৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করলেই জেনে নেওয়া যেতে পারে কাঙ্ক্ষিত তথ্যগুলো। অবশ্য এ পদ্ধতিতে একটি বড়সড় ঝামেলা আছে। সাধারণত বিশাল এলাকাজুড়ে নামে কণাবৃষ্টি। অনেক সময়ে এই এলাকার পরিধি কয়েক শ একরের চেয়েও বেশি হতে পারে। এত বিশাল এলাকা একসঙ্গে কাভার করার মতো বিশাল ডিটেক্টর তৈরি করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানীরা কৌশলী হলেন। একটি বিশাল ডিটেক্টরের পরিবর্তে তাঁরা তৈরি করলেন অনেকগুলো ছোট ছোট ডিটেক্টর। তারপর নির্দিষ্ট ব্যবধান রেখে এগুলো বসানো হলো বিশাল এলাকাজুড়ে। প্রতিটি ডিটেক্টর কণাবৃষ্টির একেকটি ক্ষুদ্র অংশ পর্যবেক্ষণ করে। ফলে সামগ্রিকভাবে পুরো কণাবৃষ্টির আদ্যোপান্ত জানতে পারেন বিজ্ঞানীরা। এই ডিটেক্টরগুলো দুধরনের হতে পারে। প্রথম ধরনে থাকে বিশেষভাবে তৈরি টেলিস্কোপ। এগুলো কণাবৃষ্টি থেকে উৎপন্ন ফোটনদের শনাক্ত করতে সক্ষম। হেস, ম্যাজিক ও ভেরিটাস এক্সপেরিমেন্টে এমন ডিটেক্টর ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় ধরনে ব্যবহার করা হয় চেরেনকভ ডিটেক্টর। পিয়েরে এউগার অবজারভেটরি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ (এখানে অবশ্য প্রথম ধরনের ডিটেক্টরও ব্যবহার করা হয়)। এখানে প্রায় ৩ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে স্থাপন করে হয়েছে ১ হাজার ৬০০টি ডিটেক্টর। একটি পানির ট্যাংক, একটি সোলার প্যানেল ও একটি অ্যানটেনার সমন্বয়ে তৈরি করা হয় এই ডিটেক্টরগুলো।

মহাজাগতিক বিকিরণ নিয়ে গবেষণা বরাবরই বিজ্ঞানীদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে। এগুলো নিয়ে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে শুরু হওয়া গবেষণা এখনো পুরোদমে চলছে। মাঝে বেশ কিছু সফলতাও ধরা দিয়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে। যেমন এগুলো নিয়ে গবেষণার মাধ্যমেই তাঁরা ১৯৩২ সালে প্রথম খোঁজ পেয়েছিলেন পজিট্রন নামের প্রতিকণার। পরে আরও খোঁজ পাওয়া যায় মিউওন, পায়ন, কেওনসহ বেশ কিছু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার।

মহাকাশযাত্রাকে নিরাপদ করাও মহাজাগতিক বিকিরণ গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। কারণ, নভোযানগুলোয় যদি পর্যাপ্ত শিল্ড বা প্রতিরক্ষা স্তর না থাকে, তাহলে শক্তিশালী মহাজাগতিক কণারা সরাসরি আঘাত করতে পারে নভোচারীদের। ফলে শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন তাঁরা। আর আমরা জানি, মহাশূন্যে তাঁদের বাঁচানোর জন্য নেই কোনো ধরনের বায়ুমণ্ডল। অবশ্য মহাজাগতিক বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব দেখতে হলে যে মহাশূন্যে যেতে হবে, এমনটা নয়। উড়োজাহাজে ভ্রমণ করা সবার ওপরেই এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। সাধারণত উড়োজাহাজগুলো অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যায়। সেখানে বায়ুমণ্ডল পাতলা হওয়ায় সহজেই ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে মহাজাগতিক কণারা। আঘাত হানতে পারে যাত্রীদের শরীরে। এতে অবশ্য খুব বেশি আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। বিকিরণজনিত ক্ষতির পরিমাণ খুব সামান্য। মানুষের শরীর খুব সহজেই ধাক্কা সামলে নিতে পারে। তবে কেউ যদি উড়োজাহাজের নিয়মিত যাত্রী অথবা পাইলট বা কেবিন ক্রু হন, তাহলে অবশ্যই একটু বাড়তি সতর্ক থাকা উচিত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ২০২৫: ভারতের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার (যা শ্রমশক্তিতে থাকা ব্যক্তিদের অনুপাতে গণনা করা হয়অর্থাৎ যারা কাজ করছেন বা কাজ খুঁজছেন বা কাজের জন্য উপলব্ধ) সংক্রান্ত সামগ্রিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় (এনএসও)। পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের অধীনে পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি সমীক্ষা (পিএলএফএস)-এর মধ্য থেকে এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই পরিসংখ্যান প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ সালের প্রতিবেদনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার এখানে দেওয়া হলো:

"প্রধানমন্ত্রী বিরাসত কা সংবর্ধন" (পিএম-বিকাশ) সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের একটি দিক নির্দেশক প্রকল্প, যা দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ছয়টি স্বীকৃত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়; বিদ্যালয়-ত্যাগী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত সহায়তার পাশাপাশি নারীদের ওপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে এই প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা ও নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। এই প্রকল্পটি আসলে মন্ত্রকের পাঁচটি পূর্ববর্তী প্রকল্প যেমন, 'শিখো অউর কামাও', উন্নয়নের জন্য 'ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও কারুশিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ' (উস্তাদ), 'হামারি ধরোহর', 'নয়ি রোশনি' এবং 'নয়ি মনজিল'-কে একত্রিত করে প্রবর্তন করা হয়েছে।

'শিখো অউর কামাও' প্রকল্পটি ২০১৪-১৫ সালে শুরু হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবকদের (১৪-৪৫ বছর বয়সী) আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন দক্ষতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া, যা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, চলমান অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে অথবা স্বনির্ভর-কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ করে তুলতে পারে। এই প্রকল্পের আওতায় ২.৬৯ লক্ষেরও বেশি নারী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, যা মোট উপকারভোগীদের ৫৭.৬৪ু।

'উস্তাদ' প্রকল্পটি ২০১৫ সালে শুরু হয় এবং এর লক্ষ্য ছিল দক্ষ কারিগর ও কারুশিল্পীদের ঐতিহ্যবাহী দক্ষতার উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এই প্রকল্পের আওতায় ১৯,২৫৫ জন নারী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, যা মোট উপকারভোগীদের ৮৯.১০ু।

'নয়ি মনজিল' প্রকল্পটি ২০১৪-১৫ থেকে ২০২০-২১ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল এবং এর উদ্দেশ্য ছিল সেই সংখ্যালঘু যুবকদের সহায়তা করা, যাদের আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়-ত্যাগের কোনো সার্টিফিকেট নেই।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (অষ্টম বা দশম শ্রেণি পর্যন্ত) ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া হয়, যা তাদের ভালো কর্মসংস্থান ও জীবিকার সুযোগ করে দেয়। এই প্রকল্পের আওতায় ৫৪,২৩৩ জন নারী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, যা মোট উপকারভোগীদের ৫৪.৯৪ু।

সোমবার রাজ্যসভায় সংখ্যালঘু বিষয়ক ও সংসদীয় কার্য্য বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী কিরেন রিজিজু লিখিত উত্তরের মাধ্যমে এই তথ্য জানিয়েছেন।

সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত ক্ষমতায়নের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ

নতুন দিল্লি ১১ মার্চ ২০২৫: কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যালঘু, বিশেষত সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও সুবিধাবঞ্চিত অংশ সহ প্রতিটি স্তরের নাগরিকের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক কেন্দ্রীয়ভাবে অধিসূচিত সংখ্যালঘুর আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত ক্ষমতায়নের জন্য দেশজুড়ে বিশেষভাবে বিভিন্ন ছয়টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। সংখ্যালঘু নাগরিকদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রকল্প বা কর্মসূচিগুলি হলো:-

প্রধানমন্ত্রী বিরাসত কা সম্বর্ধন (পিএম বিকাশ):

প্রধানমন্ত্রী বিরাসত কা সম্বর্ধন (পিএম বিকাশ) প্রকল্পটি সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের একটি প্রধান প্রকল্প যা মন্ত্রকের পাঁচটি পূর্ববর্তী প্রকল্প যথা "শিখ ঔর কামাও", "নয়ি মঞ্জিল", "ওস্তাদ", "নয়ি রোশনি" এবং "হামারি ধরোহর" কে একত্রিত করে ছয়টি বিজ্ঞাপিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে। পিএম বিকাশ প্রকল্পে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি রয়েছেঃ দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ উপাদান; মহিলা নেতৃত্ব ও উদ্যোক্তা উপাদান ও শিক্ষা সহায়তা উপাদান (বিদ্যালয় ছুটদের জন্য)।

এছাড়াও, এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল সুবিধাভোগীদের জন্য ব্যাংক ঋণ এবং বিপণন সুবিধার সম্প্রসার করা।

জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থ নিগম (এনএমডিএফসি):

জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থ নিগম (এনএমডিএফসি) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগীদের ক্ষমতায়নের জন্য মেয়াদী ঋণ, ক্ষুদ্র অর্থ, শিক্ষা ঋণ এবং বিরাসত প্রকল্প নামে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, যাতে স্ব-কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধির উদ্যোগের জন্য ছাড়যুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়। বিশেষ করে মহিলা এবং পেশাগত গোষ্ঠীগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসন দ্বারা মনোনীত রাজ্য স্তরের স্বীকৃত সংস্থা (এসসিএ)-র পাশাপাশি পাশাপাশি পঞ্জাব গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং কানাড়া ব্যাঙ্কের মাধ্যমে রূপায়িত করা হয়। এনএমডিএফসি প্রকল্প সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য "সংযুক্তি-এ" হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে এনএমডিএফসি গঠিত হওয়ার পর থেকে, এই সংস্থাটি ঋণের ক্ষেত্রে ছাড়ের ভিত্তিতে ৩ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ দিয়েছে। এই প্রকল্পে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত ৯৪৮৫.০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২৫.৪৯ লক্ষ সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন।

এটি লক্ষণীয় যে মুসলিম মহিলা সহ প্রায় ৮৯.৬৮ু মহিলা সুবিধাভোগীকে এনএমডিএফসি প্রকল্পের আওতায় অর্থায়ন করা হয়েছে, যা তাদের জীবিকার উপর যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সোমবার রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

আলিপুরদুয়ারে এনএফ রেলের এমডিজেডটিআই-এর ৬৯-তম ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

গুয়াহাটি, ১১ মার্চ (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়র সুপারভাইজারদের জন্য মাল্টিডিসিপ্লিনারি জোনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এমডিজেডটিআই), আলিপুরদুয়ার-এ ৬৯-তম ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সফলভাবে পরিচালনা করেছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য পরিচালনগত চ্যালেঞ্জগুলি কার্যকরীভাবে মোকাবিলা করতে রেলওয়ে সুপারভাইজারদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা দিয়ে তাদের কার্যদক্ষতা এবং কার্যকারিতা উন্নত করা।

আজ মঙ্গলবার এক প্রেস বার্তায় এ খবর দিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (এসডিজিএম) এবং চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার (সিভিও) রাজীব মহাজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ৫০ জন সুপারভাইজারকে অংশগ্রহণের সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাঁদের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সংবর্ধিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে এশিয়ান স্বর্ণপদক বিজয়ী এবং মর্যাদাপূর্ণ অর্জুন পুরস্কারের প্রাপক মিস স্বপ্না বর্মণও ছিলেন। তাঁকে অ্যাথলেটিক্সে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সম্মানিত করা হয়েছে।

একজন নিবেদিতপ্রাণ রেলওয়ে শিক্ষিকা মহুয়া বিশ্বাসকে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয়েছে। চিফ নার্সিং সুপারিন্টেনডেন্ট সন্ধ্যারানিকেও স্বাস্থ্য সেবার প্রতি তার অঙ্গীকারের জন্য সম্মানিত করা হয়। অতিরিক্তভাবে ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির প্রতি উৎসর্গের জন্য প্রতিভাবান ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী ত্রিশিতা দাসকেও সম্মানিত করা হয়েছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার কর্মীদের কার্যদক্ষতা উন্নয়ন এবং পেশাদারীত্ব বৃদ্ধির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিষেবার শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করা। এ ধরনের কার্যসূচি সুপারভাইজারদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রেলওয়ে পরিবেশের মাধ্যমে ধারাবাহিক শিক্ষার সংস্কৃতি এবং স্বীকৃতির মানসিকতা গড়ে তুলেছে, বলা হয়েছে প্রেস বার্তায়।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ডের ১৫০তম বার্ষিকী টেস্ট ২০২৭ সালের মার্চে, ঘোষণা

সিডনি, ১১ মার্চ (হি.স.) : ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া মঙ্গলবার জানায়, প্রথম টেস্ট ম্যাচের ১৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচটি ২০২৭ সালের মার্চ মাসে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) দিন-রাত্রির খেলা হিসেবে হবে। এমসিজি, ১৮৭৭ সালে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টেস্ট এবং ১০০ বছর পর এই দুই দলের মধ্যে শতবর্ষ পূর্তির ম্যাচটি আয়োজন করেছিল। স্বাগতিকরা উভয় ম্যাচই ৪৫ রানে জিতেছিল। অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মকালীন ছুটির বাইরে ১৫০তম বার্ষিকী এই ম্যাচটি ১১-১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। এমসিজি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে এক লক্ষ ধারণক্ষমতার ভেন্যুতে ফ্লাড লাইটে ম্যাচটি হবে, যা প্রথম পুরুষদের টেস্ট ম্যাচ হবে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী টড গ্রিনবার্গ এক বিবৃতিতে মঙ্গলবার বলেছেন , এটি দুর্দান্ত ক্রিকেট ইভেন্টগুলির মধ্যে একটি হবে। আর আলোর নিচে খেলা আমাদের খেলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং টেস্ট ক্রিকেটের আধুনিক বিবর্তন উভয়ই উদযাপনের একটি দুর্দান্ত দৃষ্টান্ত হবে।

অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্টস্, গেমিং এবং কমিক্স — এর মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ গঠন

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ : এএসআইএফএ ইন্ডিয়া, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সহায়তায় অ্যাড ফিল্ম, শোরিলস্, অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্টস্, গেমিং এবং কমিক্স তৈরির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামুলক পরিবেশ গড়ে তুলতে ওয়েভস্ উৎকর্ষ পুরস্কার প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের পেশাদার ব্যক্তিত্ব এবং ছাত্রছাত্রীরা যাতে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন, তার জন্য সকলকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড অডিও ভিস্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সামিট বা ওয়েভস্ - এর প্রথম সংস্করণের মূল উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক স্তরের সংবাদমাধ্যম ও বিনোদন জগৎ সংক্রান্ত শিল্পকে ভারতমুখী করা। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এদেশের প্রতিভাকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরাও অন্যতম উদ্দেশ্য।

মুম্বাইয়ে জিও ওয়ার্ল কনভেনশন সেন্টার এবং জিও ওয়ার্ল্ড গার্ডেন্স — এ আগামী পয়লা থেকে ৪ মে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পের ৪টি মূল স্তম্ভকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এগুলি হ'ল — সম্প্রচার ও তথ্য সম্বলিত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান; অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্টস্, গেমিং ও কমিক্স তৈরি; ডিজিটাল মিডিয়া ও উদ্ভাবন এবং চলচ্চিত্র। ওয়েভস্ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং প্রযুক্তিবিদদের ভারতের বিনোদন শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করবে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের শেষ তারিখ ছিল ২৮ ফেব্রুয়ারি। এরপর, ৮ মার্চ পর্যন্ত জমা পড়া নমুনাগুলিকে বাছাই করা হয়েছে। আগামী ২৯ তারিখ পর্যন্ত বিচারকরা বাছাই করা নমুনাগুলির মূল্যায়ন করবেন। চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হবে পয়লা এপ্রিল। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সঙ্গে ২ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিলের মধ্যে যোগাযোগ করা হবে। ওয়েভস্ শীর্ষ সম্মেলন চলার সময় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রথম ২০ জন বিজয়ীকে উৎকর্ষতা পুরস্কার হিসেবে একটি ট্রফি সহ আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। ওয়েভস্ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য এদের যাওয়া-আসা এবং থাকার খরচ দেওয়া হবে।

মুসলিমদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৯.৪ শতাংশ বৃদ্ধি

নতুন দিল্লি ১১ মার্চ ২০২৫: ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৭ বছর বা তার বেশি বয়সী মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল ৫৯.১ু এবং একই বয়সের জন্য সর্বভারতীয় সাক্ষরতার হার ছিল ৬৪.৮ু। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, ৭বছর বা তার বেশি বয়সী মুসলিমদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল ৬৮.৫ু, যেখানে সর্বভারতীয় সাক্ষরতার হার ছিল ৭৩.০ু। সুতরাং, ২০০১ সালের আদমশুমারির তুলনায় ২০১১ সালের আদমশুমারিতে মুসলিমদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৯.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩-২৪ এর বার্ষিক পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি জরিপ (পিএলএফএস) প্রতিবেদন অনুসারে, মুসলিমদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৭ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের জন্য ৭৯.৫ু দাঁড়িয়েছে, এবং একই বয়সের সমস্ত ধর্মের লোকেদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার ছিল ৮০.৯ু।

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হল ছয়টি নিবন্ধিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অর্থাৎ বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, মুসলিম, পারসি এবং শিখ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নীতি, প্রকল্প এবং কর্মসূচি প্রণয়ন করা। এই মন্ত্রণালয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য একটি বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, বিশেষ প্রয়োজন পূরণ করা এবং সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী করা।

সোমবার রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন ব্রেসওয়েল

ওয়েলিংটন, ১১ মার্চ (হি.স.) : আইপিএলের জন্য পাকিস্তান সিরিজে স্যান্টনার-রবীন্দ্রদের পাবে না নিউজিল্যান্ড। তাই পাকিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-২০ সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন স্যান্টনারের জায়গায় মাইকেল ব্রেসওয়েল। এর আগে গত বছর এপ্রিলে তিনি পাকিস্তানের বিপক্ষেই নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এবার ঘরের মাঠে প্রথমবারের মতো অধিনায়কত্ব করবেন এই অলরাউন্ডার।

এই টি-২০ সিরিজ মাঠে গড়াচ্ছে আইপিএল শুরুর ৬দিন আগে। ১৬ মার্চ নিউজিল্যান্ডের হ্যাগলি ওভালে হবে সিরিজের প্রথম টি-২০। আর টি-২০ সিরিজের শেষ ম্যাচটি হবে ২৬ মার্চ। ফলে দলের প্রধান তারকাদের আইপিএলে ছেড়ে দিয়েই দল সাজাতে হচ্ছে কিউইদের।

পিএম সূর্য্য ঘর: বিনামূল্যে বিজলি যোজনায় ১০ লক্ষ মাইলফলক অতিক্রম

নতুন দিল্লি, ১১ মার্চ ২০২৫: প্রধানমন্ত্রী সূর্য্য ঘরঃ বিশ্বের বৃহত্তম গৃহস্থ সৌর উদ্যোগ মুফত বিজলি যোজনা (পিএমএসজিএমবিওয়াই) ২০২৫ সালের ১০ মার্চ পর্যন্ত সারা দেশে ১০.০৯ লক্ষ ইনস্টলেশন সম্পন্ন করে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। ২০২৪ সালের ১৩ ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে চালু করা এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল এক কোটি আবাসিক পরিবারকে ছাদের উপরের সৌর ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। তাছাড়া নাগরিকদের শক্তি উৎপাদক হতে সক্ষম করার পাশাপাশি প্রচলিত বিদ্যুতের উৎসের উপর নির্ভরতা হ্রাস করা। এই প্রকল্পটি প্রতিটি পরিবারকে ১০০ টি গাছ লাগানোর সমতুল্য কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে অবদান রাখতে সক্ষম করে।

এর মাধ্যমে পরিবারের ক্ষমতায়ন:

নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক (এমএনআরই) দ্বারা বাস্তবায়িত এই প্রকল্পটি ৪৭.৩ লক্ষ আবেদন পত্র জমা পড়েছে। এর ফলে ৬.১৩ লক্ষ সুবিধাভোগী সফলভাবে ৪,৭৭০ কোটি টাকার ভর্তুকি পেয়েছেন। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় আবেদন সহ, বিক্রেতা নির্বাচন এবং ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.দ্মন্দ্রন্ডাশখ্ক্ষ্ম.দ্ভ্রন্ত্রহ্ন এর মাধ্যমে ভর্তুকি প্রদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৫ দিনের মধ্যে আবেদনকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভর্তুকী জমা হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পিএম সূর্য্য ঘর প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য:

মুফত বিজলী যোজনার মূল বৈশিষ্ট্য হল ১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের (পিএসবি) মাধ্যমে সহায়তা প্রাপ্ত সুদের হারে (৬.৭৫ু) ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য কোনও সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন নেই। সহজ ঋণ সুবিধার মাধ্যমে, ৩ কিলোওয়াটের একটি ছাদের উপরের সৌর ব্যবস্থা স্থাপন করা যেতে পারে, যার জন্য ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা যেতে পারে, যা ২৫ বছরে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব। ঋণের আবেদন প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় এবং অনলাইনের মাধ্যমে সম্ভব। এখনও পর্যন্ত ৩.১০ লক্ষ ঋণের আবেদন জমা হয়েছে, যার মধ্যে ১.৫৮ লক্ষ ঋণ অনুমোদিত হয়েছে এবং ১.২৮ লক্ষ বিতরণ করা হয়েছে, যা সুবিধাভোগীদের জন্য বৃহত্তর অ্যাক্সেসযোগ্যতা নিশ্চিত করে। সুবিধাভোগীরা ৩ কিলোওয়াট পর্যন্ত ছাদে সৌর ব্যবস্থার জন্য ৭৮ হাজার টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি পান, যা ইনস্টলেশন বা স্থাপনার খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়।

বেশ কয়েকটি রাজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি:

বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে চণ্ডীগড় এবং দমন ও দিউ তাদের সরকারি ভবনগুলির ছাদে সৌরশক্তির লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জন করেছে, যা পরিচ্ছন্ন শক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতিকে গ্রনী ভূমিকা নিয়েছে। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিও কর্মদক্ষতা দেখিয়েছে, যা সামগ্রিক ইনস্টলেশন বা স্থাপনার পরিসংখ্যানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। সরকার ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে এক কোটি পরিবারের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে সরকার এই প্রকল্পের মসৃণ ও সময়োপযোগী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সমস্ত রাজ্যে অগ্রগতি সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যাতে পরিকল্পনাটি সুষ্ঠু এবং সময়মতো বাস্তবায়িত হয়।

ছাদে সৌরশক্তির প্রকল্প :

প্রকল্পটির মোট ব্যয় বরাদ্দ ৭৫,০২১ কোটি টাকা। এছাড়াও সরকার বিভিন্ন সরকারি ভবনের উপর সৌরশক্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রচেষ্টা কেবল কর্মক্ষম জ্বালানী খরচ কমিয়ে আনে না, একই সাথে তা বাণিজ্যিক এবং শিল্প খাতের জন্য এক আদর্শ হিসেবে কাজ করে, যা সারা দেশ জুড়ে সৌরশক্তিকে আরো বেশি গ্রহন করার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, আত্মনির্ভর ভারত উদ্যোগের সাথে সার্বিকভাবে সংগতি রেখে, পিএম সূর্য্য ঘর: মুফত বিজলি যোজনা ভারতে উৎপাদিত সৌর মডিউল এবং কোষ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেশীয় উৎপাদনকে সমর্থন করে। ১০ই মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত, এই কর্মসূচিটি ৩ গিগাওয়াটের বেশি ছাদে সৌর ক্ষমতা স্থাপনের সুবিধা করেছে এবং ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে আরও ২৭ গিগাওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।

Recruitment Notice

Applications are invited for the post of "Project Technical Support- II" for ICMR sponsored projects under AGMC & GBP Hospital, Agartala. Last date of submission of Bio-data 23rd March,2025. List of the posts for the project and Details of qualification will be available in the College website: http://agmc.nic.in.
ICA/D/1989/25

Dr. Subrata Baidya
Professor& HOD
Principal Investigator of the Project Department of Community Medicine
Agartala Govt. Medical College

TENDER NOTICE

Maharaja Bir Bikram College (MBB College), Agartala invites sealed bids from interested firms for the supply of stationery and utility items of the following quantity.

Sl. No.	Item	Date of downloading of Documents	Last date of submission of bid documents
1	Office and Book Almirah (Details of the articles may be downloaded from the website of MBB College)	w.e.f. 10/03/2025	25/03/2025 @12 noon

The details of articles along with terms and conditions have been set forth in Tender Document, which can be downloaded from the website https://mbbcollege.in/, the sealed bids should be submitted along with payment of Tender Fee of Rs 500/- (Non- Refundable) in the form of Bank Draft in favour of Principal, MBB College, Agartala. The Tender should reach the office of the Principal, MBB College, Agartala on or before Tuesday the 25th March, 2025 @ 12.00 noon. Bids will be opened subsequently. The Tender is being executed as per Rule 163 of GFR "Two bid system (simultaneous receipt of separate technical and financial bids)". The overall/ total rates will be considered for awarding the contract. The Principal, MBB College reserves the right to increase or decrease quantity or reject any or all bids as per GFR.
ICA/C-4317/25

Principal (Dr. Nirmal Bhadra)
MBB College

PNIT No.: e-PT-20/EE/RDMNP/PNIT(W)/2024-25, Date,06/03/2025.

The Executive Engineer, R.D Mohanpur Division, Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites percentage rate e-tender (two bid system) from eligible bidders with appropriate class & experiences in similar nature of works up to 3.00 P.M of 20/03/2025 for "3(Three) nos. of different construction works under R.D Mohanpur Division during the year 2024-25" and tender may likely to be opened on the same day i.e. 20/03/2025, if possible.
For details, visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-4328/25

Executive Engineer
R.D Mohanpur Division.

NIET No. F. 23(34)-Agri(FM)/MOP/2025-26/3332, dtd 07-03-2025

On behalf of Govt of Tripura, the Department of Agriculture & Farmers Welfare invites an e-Tender in two-bid system (Technical & Financial) from the bonafied importers authorized by the Central/State Government or their authorized dealers upto 16:00 Hrs of 28-03-2025 for "Supply of 2650 MT MOP Fertilizer during 2025-26".
- Estimated Tender Value : - Rs. 8,16,20,000/-
- No. of call :- 1st call.
- EMD :- Rs. 16,32,400/-
- Tender Fee :- Rs. 5,000/-

Bid submission end date & time:- 28-03-2025 upto 16:00 Hrs.
For details visit website www.tripuratenders.gov.in.
ICA/C-4307/25

(Dr. P.B.Jamatia)
Director of Agriculture Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 26/EE/WR-III/UDP/2024-25

	Name of Work	ESTIMATED COST (IN RS)	EARNEST MONEY (IN RS)	BID FEE (IN RS)	TIME FOR COMPLETION (IN MONTHS)	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND UPLOADING BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No. 48/SE/WRC-III/UDP/DNIeT/2024-25	47,34,491	94,690	1,000	3 (Three) Months	Up to 15.00 Hrs on 26.03.2025	At 15.30 Hrs on 26.03.2025 (if possible)	Appropriate Class

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-4324/25

(Er. Rati Rn. Debbarma) Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 49/EE/AGRI/W/2024-25

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in Single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	Name of work & e- D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Tiles flooring of left over room at different section of Agri Directorate, Krishi Bhavan, Agartala. (90/AGRI/EE(WEST)/2024-25)	Rs. 1,94,425/-	Rs.3,889/-	Up to 13/03/2025 AT 2.00 PM	On 13/03/2025 AT 3.00 PM (If possible)	Appropriate Class

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in
ICA/C-4314/25

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West) for and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

The Executive Engineer, Engineering Cell, Directorate of Secondary Education, Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 19/03/2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Maintenance of Subal Ch. JB school, Melaghar M.C, Chakbasta Jagatrampur SB School, Kathalia and Dakkshin Nalchar SB, Nalchar Block,Sepahijala District, Special Package for post flood maintenance and Restoration work under Elementary level during 2024-25 PNIeT No:- 191/EE/ENGG. CELL/DSE/2024-25 DNIeT No: 164/EE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. 12,91,377.00	Rs. 25827.00	15 days	19/03/2025 Up to 15.00 Hrs	20/03/2025 Hrs on 11.00 hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder. Executive Engineer Engineering Cell, DSE Agartala, Tripura Hrs on 11.00 hrs.
ICA/C-4302/25

Executive Engineer
Engineering Cell,
DSE Agartala, Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হার্ট ভাল রাখার সহজ পন্থা হতে পারে প্রাণায়াম

ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সমানে হাঁপিয়ে উঠছেন। ঘরে-বাইরে কাজের চাপ! প্রাণ ভরে বাতাসটুকু নিতে দিচ্ছে না। অল্প বয়সে নানা রকম জটিল রোগ বাসা বাঁধছে শরীরে। উচ্চ রক্তচাপ! তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ওষুধও খেতে হয়। রক্তচাপ বশে রাখতে না পারলেই বিপদ। হার্টের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়তে থাকে।

যোগাসন বা জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করার সময় নেই। প্রশিক্ষকেরা বলছেন, কাজ থেকে বাড়ি ফিরে কিছুটা সময় প্রাণায়াম করতে পারলেও কিন্তু শরীরে রক্ত চলাচল ভাল হয়। হার্ট ভাল রাখতেও প্রাণায়াম করা জরুরি। কোন তিন প্রাণায়াম হার্ট ভাল রাখতে সাহায্য করে? ১) ভ্রামরী-ভ্রামরী প্রাণায়াম আসলে মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। শব্দের কম্পন স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমন করে। রাগ, দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রা দূর হয় এবং রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে। শরীরের কোষকলাকে পুনরুজ্জীবিত করতে ভ্রামরী প্রাণায়ামের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কী ভাবে করবেন? আরামদায়ক ভাবে পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসুন। হাত দু'টিকে চিন বা জ্ঞান মুদ্রায় (বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে হাতের তালুকে আকাশের দিকে রাখা হল জ্ঞান মুদ্রা, ওই ভাবেই নীচের দিকে রাখলে তা হল চিন মুদ্রা) দুই হাঁটুর উপর রাখুন। সোজা হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন পুরো শরীরকে। এই প্রাণায়ামের সময় দুই ঠেঁট জোড়া অবস্থায় রাখলেও মুখের ভিতর দাঁতের দুই পাটির মাঝে সামান্য ফাঁক রাখতে হবে। এ বার ধীরে ধীরে দুই হাতের কনুই ভাঁজ করে তাদের দুই কানের কানের গহ্বরের কাছে নিয়ে যান। এ বার তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে কানের গহ্বর বন্ধ করে দিন বা কর্ণগহ্বরের পাশের টুপির মতো মাংসল অংশ চেপে কান বন্ধ ধরুন। তবে কোনও ভাবেই কানের ভিতরে কোনও আঙুল প্রবেশ করানো যাবে না।

২) অনুলোম-বিলোম

অনুলোমের ক্ষেত্রে এক দিকের নাক বন্ধ থাকবে। প্রথমে ডান দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, বাঁ দিক দিয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ করতে হবে। পরে বাঁ দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, ডান দিক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের অভ্যাস করতে হবে। এই প্রাণায়ামে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে হবে তিন ধাপে। প্রথমে কিছুটা শ্বাস নিয়ে দু' সেকেণ্ড থেমে ফের শ্বাস নিতে হবে, তার পর আবার দু'সেকেণ্ড থেমে পুরো শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। শ্বাস ছাড়ার সময়ও বজায় রাখতে হবে এই নিয়ম। বিলোমের বেলায় দুই নাক দিয়েই একই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই শ্বাস নেওয়া প্রয়োজন। তবে অনুলোমের মতোই তা হবে তিন ধাপে। অর্থাৎ প্রথমে কিছুটা শ্বাস নিয়ে দু'সেকেন্ড থামতে হবে। আবার শ্বাস নিতে হবে। ফের দু'সেকেন্ড থেমে শেষ ধাপে পুরো শ্বাস নিতে হবে। ছাড়তেও হবে একই পদ্ধতিতে থেমে থেমে তিন ধাপে। ৩) কপালভাতি- আরামদায়ক কোনও একটি আসনের ভঙ্গিতে বসুন, তা পদ্মাসন, বজ্রাসন বা সুখাসনও হতে পারে। মাথা ও মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। দুই হাতকে জ্ঞান বা চিন মুদ্রার ভঙ্গিতে (বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে হাতের তালুকে আকাশের দিকে রাখা হল জ্ঞান মুদ্রা, ওই ভাবেই নীচের দিকে রাখলে তা চিন) রাখুন। চোখ বন্ধ করে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন গোটা শরীর। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শ্বাস নিন। শ্বাস ছাড়ার সময় পেটের পেশির উপর চাপ দিতে হবে। দ্রুত শ্বাস নিতে ও ছাড়তে হয়। এই ভাবে বার দশেক দ্রুত লয়ে এই পদ্ধতি অভ্যাসের পর মিনিট দুই স্বাভাবিক লয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ সারুন। সবে সবে শুরু করলে প্রতি দশ বারে একটি সেট করুন। পাঁচটি সেটে সম্পূর্ণ হয় এই প্রাণায়ামের অভ্যাস।

সকালে খালি পেটে জোয়ানের জল খেলেই ওজন কমবে দ্রুত

ওজন কমাতে সকাল হলেই দৌড়চ্ছেন? খাওয়াদাওয়াও চলছে মেপে? তা হলে সকালে উঠে খালি পেটে এক গ্লাস জোয়ানের জল খেয়ে দেখুন। ওজম কমবে দ্রুত। ভাল হবে হজমও। জোয়ানের জলের উপকারিতা ১. জোয়ান বিপাকহার বৃদ্ধি করে। গবেষণায় জানা গিয়েছে এতে থাকা থাইমল ''গ্যাস্ট্রিক জুস''-নামে উৎসেচকের ক্ষরণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। যার ফলে বিপাকহার দ্রুত হয়। বিপাকহার বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হল দ্রুত ক্যালোরি ক্ষয় হওয়া। ২. হজম ভাল হওয়ার জন্য খাওয়ার পর জোয়ান চিবিয়ে খেতে বলা হয়। বেশি খেলে অনেক সময় শরীরে অস্বস্তি হয়। পেট ফুলে যায়। উষ্ণ জলে নুন দিয়ে জোয়ান ভিজিয়ে খেলে সেই সমস্যার সমাধান হতেপারে। ৩. শরীরে জমা হওয়া টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বার করতে সাহায্য করে জোয়ানের জল। এর ফলে শরীর থাকে ঝরঝরে। গবেষণা বলছে, টক্সিন শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে বিপাকহার বৃদ্ধিপায়। পাশাপাশি, হজমশক্তি বাড়ে। যা ওজন কমানোর জন্য জরুরি। কী ভাবে তৈরি করবেন জোয়ানের জল? এক চামচ জোয়ান রাতভর ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকালে জলটা ভাল করে ফুটিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। ঈষদুষ্ণ তাপমাত্রায় জোয়ানের জল খেলে ফল মিলবে ভাল।

আঘাত পেয়ে নীল হয়ে গেলে কী করা উচিত

প্রতিদিন নানা কর্মকাণ্ডে ও খেলাধুলার সময় শরীরের কোনো অংশে আঘাত লাগতে পারে। অনেক সময় আঘাত পাওয়া জায়গাটি নীল হয়ে যায়। অনেকে এতে ঘাবড়ে যান। আদতে আঘাত পাওয়া জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে এ রকম হয়। আমাদের ত্বকের ঠিক নিচে থাকে ছোট ছোট রক্তনালি। কোনো আঘাতে এসব নাজুক রক্তনালি ফেটে যেতে পারে। রক্তক্ষরণ হলে চামড়ার নিচে এটি দেখতে নীল বর্ণের মতো দেখায়। গাত্রবর্ণের ভিন্নতায় সেটি দেখতে বিভিন্ন বর্ণের মতো হতে পারে। করণীয় প্রথমত মনে রাখতে হবে, ত্বকের নিচের অংশের রক্ত জমাট বাঁধা খুব একটা চিন্তার বিষয় নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পর এটি আগের অবস্থায় ফিরে আসে। তবে দ্রুত আগের অবস্থায় আনতে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন ১. আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা রক্ত জমাট বাঁধার উপসর্গ দেখতে পেলেই ওই স্থানে বরফ ধরতে হবে কিছুক্ষণ। আঘাতের প্রাথমিক অবস্থায় ঠান্ডা দিলে ওই জায়গার রক্তনালি সংকুচিত হয়। এতে বেশি রক্তপাত হয় না এবং ফোলা ও ব্যথা কম হয়। অভ্যন্তরীণ রক্তপাত নীল হতে পারে। এর সঙ্গে ব্যথার ওষুধ, যেমন প্যারাসিটামল বা ব্যথানাশক ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শে খাওয়া যেতে পারে।

রক্ত জমাট বাঁধার উপসর্গ দেখতে পেলেই ওই স্থানে বরফ ধরতে হবে কিছুক্ষণছবি: পেক্সেলস

২. আক্রান্ত জায়গাটিতে প্রথমে মালিশ করলে তেমন কোনো লাভ হয় না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মালিশ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে মালিশ করার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে হাড় ভেঙেছে কি না। যদি হাড় ভাঙার আশঙ্কা থাকে, তাহলে মালিশ করা যাবে না।

৩. রক্ত জমাট বাঁধার ৪৮ ঘণ্টা পর থেকে এই চিকিৎসা কার্যকর। আঘাতের জায়গায় তাপ দিলে এটি কমতে পারে। ৪. আঘাত পাওয়া স্থানে শক্ত কোনো কিছু, যেমন দাঁতের ব্রাশ বা ধাতব ব্রাশ ঘষলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। ফলে জমাট বাঁধা রক্ত সরে যাবে, তবে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। ৫. রক্ত জমাট বাঁধা স্থানে টুথপেস্ট মাখালে রক্তপ্রবাহ বাড়ে এবং জমাট বাঁধা রক্ত সরে যেতে পারে। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে কখনো গরম কিছুর সেঁক দেবেন না। কারণ, গরম সেঁক দিলে ওই জায়গায় রক্ত এসে জমা হয়। পরে ওই রক্ত জমাট বেঁধে গেলে জায়গাটা বেশি ফুলে যায় এবং ফুলে ওঠা জায়গাটিতে প্রচণ্ড ব্যথা করে। সে জন্য প্রথমে ওই স্থানে বরফ বা ঠান্ডা সেঁক দিতে হয়, তাহলে রক্তনালির সংকোচনের জন্য ওই স্থানে রক্ত আসে না। এক থেকে দুই দিন পর অবশ্য গরম সেঁক দিতে হবে।

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন কিছু কিছু রোগ আছে, যেগুলোতে সহজে রক্তক্ষরণ হয়। এ ধরনের রোগে অল্প ব্যথাতেই ত্বক নীল হয়ে যায়। অনেক সময় সেটি বড় আকার ধারণ করে। মেডিকেলের ভাষায়, এটি ব্রুইজ, একাইমোসিস নামে পরিচিত। এ ধরনের রক্তক্ষরণের নমুনা থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। অনেকে রক্ত পাতলা করার বা তরল রাখার ওষুধ খান, যেমন ওয়ারফারিন বা অ্যাসপিরিন। এসবের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে বেশি রক্তপাত হতে পারে। এমনটা হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

কোলেস্টেরল হার্টের সবচেয়ে বড় শত্রু

কোলেস্টেরল হার্টের সবচেয়ে বড় শত্রু। যে কারণে নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা দেখে রাখতে হয়। তা প্রয়োজনের তুলনায় বেড়ে গেলে খুবই সমস্যার হতে পারে। তবে অনেকেই জানেন না যে কোলেস্টেরলের থেকেও ক্ষতি কর হল ট্রাইগ্লিসারাইড। শরীরে যদি ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বাড়ে তাহলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা আসতে পারে। কোনও ভাবেই ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। ট্রাইগ্লিসারাইড হল হার্টের সমস্যার অন্যতম ইঙ্গিত। ট্রাইগ্লিসারাইড একপ্রকার চর্বি যা রক্তে জমা হয় আর শরীরকেও শক্তি দেয়। শিরায় অতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইড জমতে থাকা মোটেই ভাল ব্যাপার নয়। এতে বলা হয় হাইপার ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া। এর ফলে হঠাৎ করে মস্তিষ্কে, হৃৎপিণ্ডে, হাচতে- পায়ে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর তা হার্ট অ্যাটাকের প্রধান কারণও বটে।

ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়তে থাকলে সেখান থেকে একাধিক সমস্যাও হতে পারে। আর প্রধান কারণ খাওয়াদাওয়া। অতিরিক্ত ক্যালোরির খাবার খেলে সমস্যা হবেই। সেই সঙ্গে তালিকাতে যদি এই সব খাবার থাকে তাহলে আরও বেশি মুশকিল। এর মধ্যে পয়লা নম্বরেই আছে মাটন। মাটনের মধ্যে চর্বি থাকে। সপ্তাহে একদিন করে খেলেই তা সরাসরি হার্টের চারপাশে জমতে শুরু করবে। রোজ খেলে তো কথাই নেই। মৃত্যু নিশ্চিত। মাটনের পাশাপাশি বিরিয়ানি, পোলাও, কষা মাংস এসবও খাওয়া চলবে না।

ফ্রুকটোজ বেশি আছে এমন কোনও খাবার খাওয়া চলবে না। এতে ওজন বাড়বে। শুধু তাই নয়, এতে ইনসুলিন হরমোনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে ওজন নিজের গতিতে বাড়তে থাকবে। কোল্ডড্রিংক, আইসক্রিম, মিষ্টি, আলু, ময়দার তৈরি খাবার বাদ দিতে হবে। চাউমিন, পাস্তা, বার্গার এসবের মধ্যে ট্রান্স ফ্যাট অনেক বেশি। অনেকেরই কাজের সঙ্গে মুখ চলতে থাকে। কাজের ফাঁকে চিপস, কফি, চকোলেট, চানাচুর, বিস্কুট এসব খেতে থাকলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এমন অনেকেই আছেন যাঁরা রোজ দুপুরে বাইরের খাবার খান। তেল- মশলাযুক্ত খাবার শরীরের জন্য ভয়ংকর। আমাদের রাজ্যে যে আবহাওয়া থাকে তাতে সহজপাচ্য কোনও খাবার ছাড়া হজম হওয়া মুশকিলের। তাই এই অভ্যাস ছাড়তে হবে। খাওয়ার পর কোল্ডড্রিংক খাওয়ার অভ্যাস খুবই খারাপ। এতে হজম হয় না উল্টে রক্ত শর্করার পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। সোডা ওয়াটার আর চিনি এই দুই এর মিশেলে যা তৈরি হয় তা শরীরের জন্য একরকম বিষ। মদ, মাংস, ফাস্টফুড, তেলেভাজা, মিষ্টি ছাড়তে না পারলে কোনও গতি নেই।

হিমোগ্লোবিন রক্তের মাধ্যমে সারা দেহে অক্সিজেন বহন করে

রক্তে লোহিত রক্তকণিকা বা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে রক্তাল্পতা বা অ্যানেমিয়া দেখা দেয়। পুরুষদের মধ্যেও এই রোগ দেখা দিলেও রক্তাল্পতার ঝুঁকি মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এমনকী উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে মহিলাদের মধ্যে রক্তাল্পতার সমস্যা। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রক্তাল্পতার সমস্যা দেখা দেয়। মূলত দেহে আয়রনের ঘাটতি থাকলে এই রোগ দেখা দেয়। মহিলাদের দেহে প্রতি লিটার রক্তে মুখ-চোখ শুকনো দেখায়। রক্তাল্পতার প্রভাবে ত্বক ফ্যাকাশে দেখায়। অনেক সময় হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। এই ধরনের লক্ষণগুলো দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

যে কোনও রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় হলে, সহজেই সুস্থ হয়ে ওঠা যায়। আর যদি প্রথম থেকে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক রাখেন, তাহলে সহজেই এড়ানো যায় রক্তাল্পতার ঝুঁকি। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বজায় রাখতে খাবারের উপর জোর দিন।

১২০ গ্রামের কম হিমোগ্লোবিনের মাত্রা থাকলেই, এটি অ্যানেমিয়া। মহিলাদের দেহে রক্তাল্পতার উপসর্গ:

হিমোগ্লোবিন রক্তের মাধ্যমে সারা দেহে অক্সিজেন বহন করে। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমলে দেহে অক্সিজেনের ঘাটতিও তৈরি হবে। এর জেরে আপনি একটু কাজ করেই হাঁপিয়ে যাবেন। যে কোনও কাজ করতে গেলে আপনার ক্লান্তি বোধ হবে। রক্তাল্পতার সমস্যায় ভুগলে সারাদিন জুড়ে ক্লান্তি থাকে। মাথা ঘোরা ও মাথা ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। তার সঙ্গে বিষণ্ণতা বাড়ে। আয়রনের ঘাটতির কারণে অনেক মহিলাই মানসিক সমস্যায় ভোগেন।

অনেকেই মহিলাই সারাবছর চুল পড়ার সমস্যায় ভোগেন। মুঠো-মুঠো চুল পড়তে শুরু করলে প্রসাধনী পরিবর্তনের বদলে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন। দেহে আয়রনের ঘাটতি থাকলে চুল পড়ার সমস্যা বাড়ে। এছাড়া এমন বেশ কয়েকটি খাবার রয়েছে, যা খেয়ে আপনি রক্তাল্পতার ঝুঁকি এড়াতে পারবেন। যে সব খাবার কমাবে রক্তাল্পতার ঝুঁকি:

যে সব ফল ও সবজির মধ্যে ভিটামিন সি রয়েছে, সেগুলো রোজ খান। লেবু জাতীয় ফল, কিউই, আপেল, পেয়ারায় ভিটামিন সি পাওয়া যায়। এগুলো আয়রনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। একইভাবে, টমেটো, ব্রকোলি, বাধাকপি, ফুলকপি খান। আয়রন সমৃদ্ধ খাবার হিসেবে পালং শাক ও বিটরুট স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপযোগী। এছাড়া ড্রাই ফ্রুটস রাখুন ডায়েটে। আমন্ড, কাজু, কিশমিশ, খেজুর খান। রক্তাল্পতা থেকে সেরে উঠতে রেট মিট খেতে পারেন। কিন্তু সীমিত পরিমাণে। এছাড়া মুরগির মাংস, মুরগির মেটে, মাছ, ডিম ইত্যাদি খেলে সহজেই রক্তাল্পতার ঝুঁকি কমানো যায়।

হাঁসের ডিমের পাতুরি

এই ঠান্ডায় রাত পর্যন্ত হেঁশেল ঠেলতে মোটেই ভাল লাগে না। অথচ খাবার টেবিলে নিত্যনতুন পদের জোগান দিতে হবে আপনাকেই। তাই সাত-পাঁচ ভেবে ফেরার পথে বাজার থেকে বেশ কয়েকটা হাঁসের ডিম কিনে এনেছেন। শীতের রাতে গরম ভাতের সঙ্গে হাঁসের ডিমের পাতুরি মন্দ লাগবে না। কিন্তু কী ভাবে তৈরি করবেন এই পাতুরি?

রইল রেসিপি।

উপকরণ

হাঁসের ডিম: ৬টি

পোস্ত: ২ টেবিল চামচ

সাদা এবং কালো সর্ষে: ২ টেবিল চামচ

সাদা তিল: ২ টেবিল চামচ

সর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ

কাঁচা লঙ্কা: ৫-৬টি

কলাপাতা: কয়েক টুকরো

নুন: স্বাদ অনুযায়ী

প্রণালী

১) প্রথমে হাঁসের ডিমগুলো ভাল করে সেদ্ধ করে নিন।

২) ডিম সেদ্ধ হতে হতে কলাপাতাগুলো আগুনে হালকা করে সেঁকে নিন।

৩) দুই ধরনের সর্ষে, পোস্ত, কাঁচালঙ্কা এবং সামান্য একটু নুন দিয়ে মিক্সিতে বেটে নিন।

৪) এ বার খোসা ছাড়িয়ে ডিমগুলো দু'ভাগ করে কেটে নিন।

৫) একটি পাত্রে ওই বাটা মশলার সঙ্গে সর্ষের তেল ভাল করে মিশিয়ে নিন। এর মধ্যে ডিমগুলো দিয়ে দিন।

৬) এ বার কলাপাতায় মশলা মাখানো অর্ধেক ডিম দিয়ে, তার উপর একটি করে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন।

৭) উপর থেকে কয়েক ফেঁটা সর্ষের তেল ছড়িয়ে কলাপাতা মুড়ে টুথপিক দিয়ে আটকে নিন।

৮) এ বার কড়াই বা চাটুতে সামান্য তেল ব্রাশ করে তার মধ্যে কলাপাতায় মোড়া ডিমগুলো সেঁকে নিন। ৯) টিফিন বাক্সের মধ্যে কলাপাতায় মোড়া ডিমগুলো সাজিয়ে, ফুটন্ত জলের মধ্যে রেখেও ভাপিয়ে নিতে পারেন।

নিয়ম করে জুম্বা করলেই ঝরবে ওজন

শরীর সুস্থ রাখতে হলে শরীরচর্চা জরুরি। রোজ নিয়ম করে শরীরচর্চা কিংবা ব্যায়াম করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎকেরাও। তবে অনেকেই আছেন, যাঁদের জিমে গিয়ে ভারী ভারী ওজন তুলতে বা একঘেয়ে শরীরচর্চা করতে ভাল লাগে না। আপনারও কি জিমের নাম শুনলেই আলস্য আসে? ফিটনেসবিদদের মতে, শরীরচর্চা মানেই যে জিমে গিয়ে ভারী ওজন তুলতে হবে এমনটা নয়, জিমে না গিয়েও শরীরচর্চা করা যায়। ইদানীং অনেকেই শরীরচর্চার বিকল্প হিসাবে জুম্বাকে বেছে নিচ্ছেন। জুম্বা লাতিন আমেরিকার এক নৃত্যশৈলী তথা ব্যায়াম। সালসা ও অ্যারোবিকের যুগলবন্দি বলা যায় একে। কেবল ভুঁড়ি কমাতেই নয়, ক্রনিক অসুখ ঠেকাতেও এই ব্যায়ামে ভরসা রাখতে পারেন। জেনে নিন, জুম্বা করলে কী কী লাভ হয় শরীরের? ১) জুম্বা করলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের পেশির সঞ্চালন হয়। হৃদ্যন্ত্র ভাল রাখতেও এই ব্যায়াম বেশ উপকারী। নিয়মিত জুম্বা করলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে, ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অল্পবয়সিদের মধ্যে হৃদ্রোগের ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। জিমে যেতে না চাইলে জুম্বা ক্লাসে ভরতি হতেই পারেন।

ভেবেচিন্তে খাওয়াদাওয়া করার অনেক ধরনের উপকার আছে

ভেবেচিন্তে খাওয়াদাওয়া করার অনেক ধরনের উপকার আছে। তার মধ্যে সবের আগে যেটি দেখা যায়, তা হল, এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টির উপাদান পায় শরীর। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা নানা রকম খাবার খান না। তা স্বাস্থ্যের কারণেই হোক বা স্বাদের কারণে। তাঁদের শরীরের মাঝেমধ্যেই পুষ্টির কিছু উপাদানের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। সে সব লক্ষণ চিনে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। যাতে বড় কোনও সমস্যার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। শরীরে যেন পুষ্টির ঘাটতি না হয়, সে কারণে চিকিৎসকেরা নানা রকম রক্তপরীক্ষা করে, শরীরের হল বুঝে কাউকে কোনও নির্দিষ্ট ভিটামিন, কাউকে মাল্টি ভিটামিন, কাউকে আবার অন্য সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরামর্শ দেন। তবে বিচার বিবেচনা না করে কোনও কিছুই খাওয়া উচিত নয়। ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্টের মধ্যে অনেক ধরনের উপাদান থাকে। একটি উপাদান হয়তো আপনার শরীরের জন্য কাজে এল। কিন্তু বাকি উপাদানের অতিরিক্ত প্রবেশ সমস্যা তৈরি করতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ভিটামিন ও বিভিন্ন ধরনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া বন্ধ করতে হবে। জেনে নিন, কোন কোন ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট একসঙ্গে খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

১) ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে ক্যালশিয়াম বা মাল্টি ভিটামিন: ম্যাগনেশিয়ামের সাপ্লিমেন্ট খেলে তার সঙ্গে ক্যালশিয়ামের দাওয়াই বা মাল্টিভিটামিনের বড়ি ভুলেও খাবেন না। ম্যাগনেশিয়ামের সাপ্লিমেন্ট মনকে শান্ত করে, পেশিকে নমনীয় করে। তবে তার সঙ্গে ক্যালশিয়াম বা মাল্টিভিটামিন খেলে কোনও লাভই হবে না। দু'টো দাওয়াই খেতেই হলে মাঝে অন্তত দু' ঘণ্টা সময় ছাড়তে হবে।

২) ভিটামিন ডি, ই ও কে: বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ভিটামিন ডি-এর ক্যাপসুলের সঙ্গে ভিটামিন ই ও কে ক্যাপসুল খেলে শরীরে ভিটামিন ডি-এর শোষণ কমে যায়। একান্তই এই সব ওষুধ খেতে হলে মাঝে অন্তত দু'ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান রাখা জরুরি।

৩) কপার ও জিঙ্ক: শরীরে কপারের ঘাটতির জন্য যদি কেউ কপার সাপ্লিমেন্ট খেতে শুরু করেন তাহলে জিঙ্কের সাপ্লিমেনিট এড়িয়ে চলাই ভাল। জিঙ্ক শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করলেও কপারের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করলে হিতে বিপরীত হয়। কোনও খনিজকেই শরীর ভাল ভাল শোষণ করতে পারে না।

৪) আয়রন ও গ্রিন টি: শরীর চাঙ্গা রাখতে গ্রিন টি খাওয়াই যায়। উচ্চ রক্তচাপ খেতে কোলেস্টেরল সব রোগের ক্ষেত্রেই গ্রিন টি খাওয়া উপকারী। হজমশক্তি ভাল খরতেও এই চায়ের জুড়ি মেলা ভার। তবে আয়রনের সাপ্লিমেন্টের সঙ্গে এই চা খাওয়া মোটেও ভাল নয়। শরীরে আয়রনের শোষণ কমে যায়। ৫) ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি১২: এই দুই ভিটামিন একসঙ্গে খেলে কোনও লাভ হয় না শরীরের। ভিটামিন সি, ভিটামিন বি১২কে ভেঙে দেয়। ফলে ভিটামিন বি১২ রক্তে মিশে যেতে পারে না। তাই এই দুই ভিটামিন খেলে দু'ঘণ্টার ব্যবধান রাখতে হবে মাঝে।

লবঙ্গের নানা গুণ

খুসখুসে কাশি মুখে একটু লবঙ্গ রাখলেই কমে যায়। ঠান্ডালাগার সমস্যায় লবঙ্গ হল সঞ্জীবনীর মতো। লবঙ্গের গুণে সর্দি-কাশির সমস্যা থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়া যায়। অনেক সময় হালকা ঠান্ডা লাগলে মুখে লবঙ্গ রাখার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরাই। লবঙ্গ চিবোলে শুধু যে সর্দি-কাশি, জ্বর কমে তা-ই নয়, শরীরের আরও অনেক উপকার হয়।

জানেন সেগুলি কী? ১) মুখের দুর্গন্ধ তাড়ানোর একটি উপায় হল লবঙ্গ। অনেক সময় দু'বেলা দাঁত মেজেও দুর্গন্ধ যেতে চায় না। ব্যাক্টেরিয়ার কারণেই মূলত এই দুর্গন্ধ হয়। তবে মুখে লবঙ্গ রাখলে সেই সমস্যা আর হবে না। ২) হজমের গোলমাল হলে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ খাবেন না। বরং মুখে রাখুন লবঙ্গ। কয়েক মুহূর্তে স্বস্তি পাবেন। শুধু হজমের সমস্যার সমাধানে নয়, প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও লবঙ্গ দারুণ উপকারী। দিনে একটা লবঙ্গ মুখে রাখলেও উপকার পাবেন। ৩) লিভার সুস্থ রাখতেও লবঙ্গের জুড়ি মেলা ভার। অ্যান্টি- অক্সিড্যান্ট এবং অ্যান্টি- ইনফ্লেমেটরি উপাদান সমৃদ্ধ লবঙ্গের গুণে ভাল থাকে লিভার। হজমের গোলমাল ঠেকাতে যে হেতু পারদর্শী লবঙ্গ, তাই লিভারের খেয়াল রাখতেও চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখতে পারেন লবঙ্গের উপর। ৪) লবঙ্গ পেশির ব্যথা, যন্ত্রণা তাড়াতেও ওষুধের মতো কাজ করে। হাঁটুর ব্যথায় কাতর অনেকেই। বসলে উঠতে পারেন না, উঠলে আবার বসা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। এমন সমস্যায় ভুগছেন যাঁরা, লবঙ্গ মুখে রাখলে তাঁরা কিন্তু অনেকটাই স্বস্তি পাবেন। ৫) শরীরের সামগ্রিক সুস্থতা রক্ষায় লবঙ্গের গুণ অনেক। ভিতর থেকে ফিট থাকতে লবঙ্গ সত্যিই ভীষণ উপকারী। সারা দিনে যদি একটা লবঙ্গও চিবোতে থাকেন, তা হলে অনেক সুফল পাবেন।

অসমে ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীর চাকরি নিয়মিত হবে না, টাকার অভাবে কোন মেয়ে ড্রপ আউট হয়েছে প্রমাণ দিলে আজই পদত্যাগ করব বিধানসভায় জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১১ মার্চ (হি.স.) : অসমে ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীর চাকরি নিয়মিত হবে না, বিধানসভায় জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ বিধানসভায় বাজেট বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য পেশ করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, ২৪অ৭ নজরদারির জন্য ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে অসমে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। শীঘ্রই ৪-৫টি উপগ্রহ রাজ্যের আকাশে ঘোরাফেরা করবে। এগুলি সরবরাহ করবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের রিয়াল-টাইম ডেটা।

এ সম্পর্কিত বিরোধীদের জিজ্ঞাসার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, প্রতিটি উপগ্রহের দাম প্রায় ৬০ থেকে ৭০ কোটি টাকা। ওই উপগ্রহগুলি রিয়েল-টাইম বন্যা, দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ, অবৈধ অভিবাসন ও মাদক পাচারের বিরুদ্ধে নজরদারি, জাতীয় উদ্যানগুলিতে বন্যপ্রাণী ট্র্যাকিং এবং কৃষি ও সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অসম সরকার স্যাটেলাইট নক্ষত্রমণ্ডল প্রকল্পের জন্য ইন-স্পেস (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেস প্রমোশন অ্যান্ড অথরাইজেশন সেন্টার)-এর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা সুশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

অসম বাজেটের মাধ্যমে রাজ্যের জন্য একটি উচ্চাভিলাষী দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, এবারের বাজেটে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং স্থায়িত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বিরোধীদের 'নির্বাচনমুখি জনপ্রিয় বাজেট'-এর ধারণাকে খারিজ করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা জোরের সঙ্গে বলেন, তাঁর সরকার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষমতায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, পাশাপাশি অসমকে ভারতের অন্য রাজ্যগুলির মধ্যে অগ্রণী স্থান করে নিতে সাহায্য করবে।

অসমের প্রযুক্তিগত ভূদৃশ্যকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র সঙ্গে অংশীদারিত্বে একটি আসাম-স্পেসিফিক উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, রাজ্যে বন্যার ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে উপগ্রহগুলি বন্যার পূর্বাভাস, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তা করবে বলে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশন (এনএইচএম) এবং সর্বশিক্ষা অভিযান (এসএসএ)-এর অধীন ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীদের চাকরি কবে নিয়মিত হবে ? মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন নির্দলীয় (রাইজর দল-এর সর্বেসর্বা) বিধায়ক অখিল গগৈ।

অখিল গগৈয়ের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীদের চাকরি কখনও নিয়মিত হবে না। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে প্রথমবারের মতো সরকারি কর্মচারীরা ক্যাশলেস চিকিৎসা পাবেন। চেন্নাই-এও এই সুবিধা পাবেন সরকারি কর্মচারীরা। তিনি বলেন, এনএইচএম এবং এসএসএ কর্মচারীদের ১০০ শতাংশ চিকিৎসা-ব্যয় দেওয়ার কথা ভাবছে সরকার।

বাজেট ভাষণে অরুণোদয় প্রকল্পের টাকা প্রদান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, আগামী বছর নির্বাচনী মরশুমে অরুণোদয়-এর প্রাপ্য টাকা অগ্রিম প্রদানের জন্য ভাবনা-চিন্তা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলে আমরা অরুণোদয়-এর টাকা দিতে পারব না। প্রয়োজন হলে ফেব্রুয়ারি মাসে এক সঙ্গে আমরা পাঁচ মাসের অগ্রিম অরুণোদয়-এর টাকা প্রদান করে দেব।' কেননা, যেহেতু ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের বিষয়ে ঘোষণা হয়ে যাবে, তাই মার্চ, এপ্রিল, মে মাসের অরুণোদয় পাবেন না বলে সংশয় হতে পারে সুবিধাভোগীদের। সুতরাং গতকাল পেশকৃত বাজেটে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

'নিযুত মইনা আঁচনি' ('নিযুত' মানে 'দশ লক্ষ' এবং 'মইনা' মানে 'শিশু বা বালিকা' প্রকল্প)-র প্রচলন হওয়ার পর অসমে অর্থের অভাবে কোনও মেয়েকে কলেজ থেকে ড্রপ-আউট হয়নি, বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব। প্রসঙ্গত, বিরোধী বিধায়ক অখিল গগৈ অভিযোগ করেছিলেন, অসমের বহু মেয়ে কলেজ থেকে ড্রপ-আউট হয়েছে। অখিল গগৈ-এর প্রত্যুত্তর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জোরের সঙ্গে বলেন, 'আপনার অভিযোগ যদি প্রমাণ করতে পারেন, তা-হলে আমি পদত্যাগ করব। অসমের মায়েদের যত পারেন বদনাম করতে অখিল গগৈকে এক ঘণ্টা দেওয়া হবে। নিজের রাজ্যের এত বদনাম করা উচিত নয়। আপনি (অখিল গগৈ) একটি কলেজ থেকে একটি মেয়ের নাম এনে দিন, যে এই মেয়ে টাকার অভাবে ড্রপ-আউট হয়েছে। কালবিলম্ব না করে আমি আজিই পদত্যাগ করব।'

মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ : বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে ব্রাজিলের সূচনা

বুয়েনস আইরেস, ১১ মার্চ (হি.স.) : সোমবার বুয়েনস আইরেসে ২০২৬ এর মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপের আমেরিকা রিজিয়নের বাছাই পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। এই ম্যাচে স্বাগতিক আর্জেন্টিনাকে ২৫ রানে হারিয়েছে ব্রাজিল। টস জিতে ব্রাজিলকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় আর্জেন্টিনা। ব্রাজিল নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৬৯ রান করে। জবাবে আর্জেন্টিনা ১৫.১ ওভারে মাত্র ৪৪ রানেই শেষ হয়ে যায়। স্বাগতিক আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে ডাবল লিগ পদ্ধতিতে এই অঞ্চলের বাছাই পর্বের শীর্ষ দল যাবে বাছাই পর্বের গ্লোবাল রাউন্ডে।

আইসিসি ওডিআই মহিলা অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে পঞ্চম স্থানে ভারতের দীপ্তি শর্মা

দুবাই, ১১ মার্চ (হি.স.) : ভারতের দীপ্তি শর্মা নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কেরকে ছাড়িয়ে এক ধাপ এগিয়ে মঙ্গলবার আইসিসির সর্বশেষ মহিলা অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ পাঁচে উঠে এসেছেন। ২৭ বছর বয়সি দীপ্তি শর্মা এখন ৩৪৪ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন। আর শীর্ষে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলে গার্ডনার। দীপ্তি টি-২০ অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় স্থানে এবং ওয়ানডে বোলিংয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সম্প্রতি সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজে দুর্দান্ত পারফর্মেন্সের পর শ্রীলঙ্কার শীর্ষস্থানীয় অলরাউন্ডার চামারি আথাপাথুও দুই ধাপ এগিয়েছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডের সঙ্গে যৌথভাবে সপ্তম স্থানে পৌঁছেছেন। ওয়ানডে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে, স্মৃতি মান্ধানা শীর্ষ দশে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে রয়ে গেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার লরা ওলভার্ডের পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। ন্যাট সায়ভার-ব্রান্ট এখন তৃতীয় স্থানে রয়েছেন, তিনি আথাপাথুকে ছাড়িয়ে গেছেন।

পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ, ঝাড়খণ্ডের পালামৌতে এনকাউন্টারে খতম অমন সাও

পালামু, ১১ মার্চ (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের পালামৌতে এনকাউন্টারে খতম হয়েছে গ্যাংস্টার অমন সাও। মঙ্গলবার পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন কুখ্যাত গ্যাংস্টার অমন সাও। সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ঝাড়খণ্ড পুলিশ জানিয়েছে, পালামৌতে পালানোর চেষ্টা করার সময় গ্যাংস্টার অমন সাওকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

তামিলনাড়ুর শিশুদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে কেন্দ্রীয় সরকার : কানিমোঝি

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি। তাঁর অভিযোগ, তামিলনাড়ুর শিশুদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে কেন্দ্রীয় সরকার। জাতীয় শিক্ষা নীতি ও তিন ভাষা নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে কানিমোঝি বলেছেন, 'তামিলনাড়ুকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে তা আটকে রাখছে কেন্দ্রীয় সরকার, এই বলে যে আমাদের তিন ভাষা নীতি এবং জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্বাক্ষর করতে হবে।'কানিমোঝি আরও বলেছেন,

অরুণাচল সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতা অধিনিয়ম চালু করুক, সরব অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি.স.): অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম দাবি তুলেছে, অরুণাচল সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতা অধিনিয়ম ১৯৭৮-এর নিয়ম এবং ধারাগুলি অবিলম্বে প্রণয়ন করুক।

মঙ্গলবার কলকাতায় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় সভাপতি সত্যেন্দ্র সিং ও সহ-সভাপতি তেচি গুবিন এ নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন লোভ-লালসা, প্রতারণা এবং ভীতি প্রদর্শন করে ধর্মান্তরকরণ রোধ করার জন্য কঠোরভাবে এই প্রয়োগ প্রয়োজন।

সত্যেন্দ্র সিং বলেন, স্থানীয় স্ব-ধার্মিক জনজাতিদের ধর্মীয় সংস্কৃতি রক্ষা করতে এবং লোভ-লালসা বা প্রতারণার কারণে ধর্মান্তরিতকরণ রোধ করতে তৎকালীন জনতা পার্টি সরকার ১৯৭৮ সালে অরুণাচল প্রদেশ রাজ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন পাস করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত, নিয়ম এখনও তৈরি না হওয়ার কারণে, আইনটি গত ৪৭ বছর ধরে বাস্তবায়িত হয়নি। যার জন্য ২০১১ সাল নাগাদ রাজ্যে খ্রিস্টান জনসংখ্যা বেড়ে ৩১ হয়েছে যা এই আইন হওয়ার আগে ছিল মাত্র এক শতাংশ।

গুয়াহাটি হাইকোর্টের ইটানগর স্থায়ী বেঞ্চ, গত ৩০ সেপ্টেম্বর এক জনহিতকর যাচিকায় আদেশ দেওয়ার সময়, অরুণাচল প্রদেশ সরকারকে ছয় মাসের মধ্যে এই আইন কার্যকরী নিয়মগুলিকে অবহিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সত্যেন্দ্র সিং বলেন যে এই সময়কাল যত ঘনিয়ে আসছে, চার্চ এবং তাদের অনুপ্রাণিত সংগঠনগুলি আদালতের আদেশ এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার বিরোধিতা শুরু করেছে। অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রচেষ্টা ও বিরোধিতার নিন্দা জানায়।

সত্যেন্দ্র সিং ধর্মান্তকরনের গুরুতর পরিণতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে এই পঞ্চাশ বছরে, সনাতনের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে গ্রাস করেছে - অরুণাচল প্রদেশের স্ব-ধার্মিক জনজাতি সম্প্রদায় ধর্মান্তকরণের শিকার হয়েছে।

তিনি বলেন, পনেরো লক্ষ জনসংখ্যার এই ছোট রাজ্যে, দুই বিশপ এবং হাজার হাজার চার্চ দ্বারা অনুপ্রাণিত মানুষ আজ হাইকোর্টের আদেশ এবং এটি মেনে সরকার কর্তৃক বিধি প্রণয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। দেশের গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকেও এ বিষয়ে চোখ বন্ধ ও নীরব থাকার অভিযোগ করেছেন।

অরুণাচল প্রদেশের পূর্ববর্তী রাজ্য সরকারগুলি এই বিষয়ে চরম অবহেলা করেছে। সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে অরুণাচল প্রদেশ সরকারের অবিলম্বে এই নিয়মগুলি ঘোষণা করা উচিত এবং এই আইনটি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত, এই সাংবাদিক সম্মেলনে অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম দাবি করেছে।

এই সীমান্তবর্তী সংবেদনশীল রাজ্যের দেশপ্রেমিক স্ব-ধার্মিক জনজাতিদের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করতে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

আশা কর্মীদের সমর্থনে বিক্ষোভ কেরলের সাংসদদের, সরব বেণুগোপালও

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): আশা কর্মীদের সমর্থন-সহ একগুচ্ছ ইস্যুতে মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন কেরলের (ইউডিএফ) সাংসদরা। আশা কর্মীদের সম্মানী ভাতা ২১,০০০ টাকায় উন্নীত করার এবং অবসর ভাতা হিসেবে তাঁদের ৫ লক্ষ টাকা পাওয়ার দাবিতে সরব হন কেরলের সাংসদরা। এই দাবিগুলিকে সমর্থন করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেণুগোপালও।

তিনি বলেন, 'কেরলের আশা কর্মীরা গত ৩০ দিন ধরে মজুরি ও বেতনের দাবিতে আন্দোলন করছেন। সমগ্র দেশ জানে, আমাদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান কতটা। আশা কর্মীরা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যোদ্ধা। কোভিডের সময় তাঁদের অবদান সকলের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল, কিন্তু কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার একে অপরকে দোষারোপ করছে। তাঁরা আসল বিষয়গুলি বিবেচনা করছে না।'

বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের সাংসদ এন কে প্রেমচন্দ্রন বলেন, 'কেরলের আশা কর্মীরা গত ৩২ দিন ধরে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে রয়েছেন। তাঁদের আসল, ন্যায্য দাবি হল উন্নত সম্মানী ভাতা, জীবনযাত্রার মান, অবসরকালীন সুবিধা এবং তাঁরা চান তাঁদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা হোক। দুর্ভাগ্যবশত, কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকার কেউই তাঁদের সাথে আলোচনা করতে প্রস্তুত নয়। আমরা দাবি করছি, ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত।'

পর্যটনকে আকর্ষিত করার অপার সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): পর্যটনকে আকর্ষিত করার অপার সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে স্টুডেন্টস এক্সপেরিয়েন্স ইন ইন্টার-স্টেট লিভিং আয়োজিত যুব সংসদে উত্তর-পূর্বের তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'এই যুব সংসদে, সমগ্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নব্বইটিরও বেশি সংগঠন থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে আগত সকল প্রিয় ভাই ও বোনদের আমি আন্তরিক স্বাগত জানাই। আমাদের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, যা উত্তর প্রদেশের চেয়েও বড়, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি ভূমি।'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'স্বাধীনতার আগে, এই অঞ্চলটি ভারতের জিডিপিতে ২০ শতাংশেরও বেশি অবদান রেখেছিল। তবে, এখন এই অবদান মাত্র ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশ্বব্যাপী পর্যটন আকর্ষণের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি ভারতের সবচেয়ে বুদ্ধিমান যুবকদের পাশাপাশি কিছু সবচেয়ে পরিশ্রমী উপজাতি সম্প্রদায়ের আবাসস্থল। তা সত্ত্বেও, আমাদের উত্তর-পূর্ব কেন পিছিয়ে রয়ে গেছে?'

তৃতীয় কোনও বাধ্যতামূলক ভাষার প্রয়োজন নেই : কার্তি চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): তিন ভাষা নীতির সমালোচনার সরব হলেন কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম। তাঁর কথায়, তৃতীয় কোনও বাধ্যতামূলক ভাষার প্রয়োজন নেই। মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কার্তি চিদম্বরম বলেছেন, 'তামিলনাড়ু এক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট যে, দুই ভাষার পাঠ্যক্রম আমাদের খুব ভালোভাবেই সাহায্য করছে। তামিল আমাদের পরিচয় রক্ষা করে এবং আমাদের মাতৃভাষা, ইংরেজি হল বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ভাষা।'

কার্তি চিদম্বরম আরও বলেছেন, 'আমাদের তৃতীয় বাধ্যতামূলক ভাষার প্রয়োজন নেই, মন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল, তিনি তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, কিন্তু তারও ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল।' উল্লেখ্য, সোমবার ডিএমকে-র তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তাঁর সেই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে ডিএমকে। মঙ্গলবার ডিএমকে সাংসদরা বিক্ষোভও দেখান।

সংসদ চত্বরে ডিএমকে-র প্রতিবাদ, তোপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): জাতীয় শিক্ষা নীতি ও তিন-ভাষা নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করল ডিএমকে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে আক্রমণ করে মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ডিএমকে সাংসদরা। ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি-সহ অন্যায় ডিএমকে সাংসদরা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন।

ডিএমকে সাংসদ তিরুচি শিবা বলেন, 'এটা বিভ্রান্তিকর (কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বক্তব্য), আমরা কখনও তা বলিনি, তামিলনাড়ুর শিক্ষামন্ত্রী ইতিমধ্যেই এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আমরা আজ কালো পোশাক পড়েছি এবং তাঁর (ধর্মেন্দ্র প্রধান) মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে একটি বিক্ষোভ করেছি..এটা অনৈতিক এবং অসাংবিধানিক। আমরা তিনভাষা নীতিরও বিরুদ্ধে...কেউ আমাদের উপর এটি চাপিয়ে দিতে পারে না।'

তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে বন্দি ১৮ দিন, এখনও খোঁজ নেই ৭ জন শ্রমিকের

হায়দরাবাদ, ১১ মার্চ (হি.স.): দেখতে দেখতে ১৮-দিন হয়ে গেল, তেলেঙ্গানার ধসে পড়া সুড়ঙ্গে টানা ১৮-দিন ধরে বন্দি ৭ জন শ্রমিক। গত রবিবার উদ্ধার হয়েছিল একটি দেহ, এখনও সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে রয়েছেন ৭ জন শ্রমিক। তাঁরা কী অবস্থায় আছেন, কেমন আছেন, তা এখনও জানা যায়নি। তবে, হাল ছাড়তে নারাজ উদ্ধারকারী দল। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। মঙ্গলবার সুড়ঙ্গের ভিতরে গিয়েছে রোবোটিক টিম, তাঁরাও ওই শ্রমিকদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, গত ২২ ফেব্রুয়ারি তেলেঙ্গানার শ্রীশৈলম সুড়ঙ্গের একাংশ আচমকাই ধসে পড়ে।

সাড়ে ১৩ কিলোমিটার ভিতরে আটকে পড়েন ৮ জন শ্রমিক।

বালুচিস্তানে জাফর এক্সপ্রেস ট্রেনে হামলা, চালক আহত

বালুচিস্তান, ১১ মার্চ (হি.স.): পাকিস্তানের বালুচিস্তানে জাফার এক্সপ্রেস ট্রেনে হামলা চালাল সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার বালুচিস্তানের বোলানে কোয়েটা-পেশোয়ার জাফর এক্সপ্রেসে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি গুলি চালালে ট্রেন চালক আহত হন। সকাল ৯টা নাগাদ কোয়েটা থেকে ছেড়েছিল ট্রেনটি। রেল সূত্রের খবর, '৯ কোচবিশিষ্ট জাফর এক্সপ্রেসে থাকা ৪৫০ জন যাত্রী এবং কর্মীদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ স্থাপন করা হয়নি।' বালুচিস্তানের কাচ জেলার পেরু কানরি এলাকায় গুলি চালানোর ঘটনাটি ঘটেছে। হামলাকারীরা একটি রেললাইন উড়িয়ে দেয় এবং পরে ৪০০ জনেরও বেশি যাত্রী বহনকারী ট্রেনে গুলি চালায়। রেল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, হামলার পর ট্রেনে থাকা নিরাপত্তা কর্মী এবং হামলাকারীদের মধ্যে তীব্র গুলি বিনিময় হয়।

ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার দাবিতে ঢাকায় অবস্থান কর্মসূচি

ঢাকা, ১১ মার্চ (হি.স.): ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার দাবিতে মঙ্গলবার ঢাকায় 'সকাল-সন্ধ্যা অবস্থান কর্মসূচি' পালন করছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। উঠছে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'ধর্ষকদের ফাঁসি চাই' স্লোগান।

বাংলাদেশজুড়ে দিন দিন বাড়ছে ধর্ষণ, যৌন নির্যাতনের ঘটনা। যার প্রতিবাদে কয়েকদিন আগেই অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। কিন্তু গত সপ্তাহেই ধর্ষণের শিকার হয় ৮ বছরের এক শিশুকন্যা। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে সে। এই নারকীয় ঘটনায় ছাত্রদের প্রতিবাদের আঁচ আরও তীব্র হয়েছে।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হয়। অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'ধর্ষকদের ফাঁসি চাই', 'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে', 'আমার সোনার বাংলায় ধর্ষকের ঠাঁই নাই'-এর মতো স্লোগানে গমগম করছে বাতাস।

মরিশাসের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ মোদীর, রোপণ করলেন বেল গাছ

পোর্ট লুইস, ১১ মার্চ (হি.স.): দু'দিনের মরিশাস সফরে পোর্ট লুইস পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সফরকালে তিনি বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার স্যার সিউওসাগুর রামগুলাম এবং স্যার অনিরুদ্ধ জগন্নাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্যার সিউওসাগুর রামগুলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনে যান। সেখানে তিনি একটি বেল গাছ রোপণ করেন। এরপর মরিশাসের রাষ্ট্রপতি ধরমবীর গোখুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন মরিশাসের স্যার সিউওসাগুর রামগুলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনে 'এক পেড় মা কে নাম' উদ্যোগের আওতায় একটি গাছ রোপণ করেছেন। এর আগে, তিনি গায়ানা সফরের সময়ও একই ধরণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ও এই উদ্যোগের ফলে ভারতে ১ বিলিয়নেরও বেশি গাছ লাগানো হয়েছে। তাছাড়া, এর প্রভাব ভারতের বাইরের দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় বিশ্বের প্রায় ১৩৬টি দেশে ইতিমধ্যেই মোট ২৭,৫০০ টিরও বেশি গাছ লাগানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নিজে দু'টি দেশে বৃক্ষরোপণে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী নবীন রামগুলামের সঙ্গে বেল গাছ রোপণ করেছেন।

ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার দাবিতে ঢাকায় অবস্থান কর্মসূচি

ঢাকা, ১১ মার্চ (হি.স.): ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার দাবিতে মঙ্গলবার ঢাকায় 'সকাল-সন্ধ্যা অবস্থান কর্মসূচি' পালন করছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। উঠছে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'ধর্ষকদের ফাঁসি চাই' স্লোগান।

বাংলাদেশজুড়ে দিন দিন বাড়ছে ধর্ষণ, যৌন নির্যাতনের ঘটনা। যার প্রতিবাদে কয়েকদিন আগেই অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। কিন্তু গত সপ্তাহেই ধর্ষণের শিকার হয় ৮ বছরের এক শিশুকন্যা। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে সে। এই নারকীয় ঘটনায় ছাত্রদের প্রতিবাদের আঁচ আরও তীব্র হয়েছে।

শ্রীভূমির বাজারিছড়ায় লাভ-জিহাদের শিকার জনজাতি যুবতী ও তাঁর খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী মা পরাবর্তিত হিন্দু ধর্মে

বাজারিছড়া (অসম), ১১ মার্চ (হি.স.) : লাভ-জিহাদের শিকার হয়ে বছর ছয় আগে সুখের সংসার করবেন প্রতিশ্রুতি বলে 'মামন দাস' নামের এক যুবককে বিয়ে করেছিলেন জনজাতিভুক্ত জনৈক যুবতী। বছর চারেক পর তাঁর ভ্রম ও ঘোর কাটে তাঁর। সব ঘোর কাটিয়ে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী বৃদ্ধা মা খনতে চড়াইকে সঙ্গে নিয়ে নিজের গর্ভজাত সন্তান সহ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ফের স্বধর্মে পরাবর্তন করেছেন জনজাতিভুক্ত রিঙনাকতিং চড়াই।

ঘটনা শ্রীভূমি জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়া থানাধীন চন্দ্রপুরের। বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গত রবিবার বৈদিক উপাচারে হোম-যজ্ঞ ও মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে খনতে চড়াই (খ্রিষ্টান), তাঁর মেয়ে রিঙনাকতিং চড়াই (মুসলিম) ও তাঁর শিশুসন্তানকে সনাতনী হিন্দুধর্মে পরাবর্তিত করা হয়েছে। গোটা পরাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চ দক্ষিণ অসম-এর উদ্যোগে।

পরাবর্তিত রিঙনাকতিং চড়াই জানান, বছর ছয় আগে জনৈক 'মামন দাস'কে বিয়ে করে বেঙ্গালুরুতে চলে যান তাঁরা। 'মামন দাস' মূলত মুসলিম। সে তার নাম-ধাম গোপন করে নিজেকে 'মামন দাস' বলে পরিচয় দিয়ে তাঁর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে। বেঙ্গালুরুতে থাকাকালীন তাঁদের দাম্পত্য জীবন ভালোই কাটছিল। এরই মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যান রিঙনাকতিং। তখন তাকে চন্দ্রপুরে (বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত) অবস্থিত তার (রিঙনাকতিং) এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় প্রতারক স্বামী।

তখন থেকে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। ইত্যবসরে এক সন্তানের জন্ম দেন রিঙনাকতিং। সন্তানকে নিয়ে স্বামীর বাড়িতে গেলে রিঙনাকতিং জানতে পারেন, তাঁর স্বামী হিন্দু নয় মুসলিম ধর্মাবলম্বী। তা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন রিঙনাকতিং। উপায়ান্তরহীনা রিঙনাকতিং চড়াই নিজের গর্ভজাত শিশুসন্তানকে নিয়ে চন্দ্রপুরে বাপের বাড়িতে এসে ফের আশ্রয় নেন। এভাবে কেটে যায় প্রায় ছয় বছর।

সম্প্রতি রিঙনাকতিং এবং তাঁর মা খনতে চড়াই স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁরা হিন্দু জাগরণ মঞ্চ অসম-এর শরণাপন্ন হন এবং গত রবিবার সনাতনী যাগযজ্ঞের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মে পরাবর্তন করানো হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রায় দশ বছর আগে খনতে চড়াই প্রলোভনের শিকার হয়ে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরণের পর তিনিও সুখে থাকতে পারেননি। সব সময় তাঁকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। অবশেষে শিশুসন্তান সহ মা ও মেয়ে ফের হিন্দু ধর্মে পরাবর্তিত হন।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণ অসম প্রান্ত সংযোজক অসিত চক্রবর্তী জানান, তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝে স্বেচ্ছায় ফের স্বধর্মে ফিরে এসেছেন, তাতে আমরা আনন্দিত। তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছে, হিন্দু ধর্মের মতো শান্তি আর অন্য কোনও ধর্মে নেই। অসিত চক্রবর্তী আরও বলেন, হিন্দুদের আর প্রলোভিত করে ধর্মান্তরণ করতে দেওয়া হবে না। জনজাতিদের মধ্যে যাঁরা হিন্দু ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে চলে গেছেন তাঁরা যাতে উপজাতি বলে কোনও সুযোগ-সুবিধা না পায় তার জন্য সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে।

পরাবর্তন কার্যক্রমে অসিত চক্রবর্তী ছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বাজারিছড়া খণ্ড কার্যবাহ সত্যজিত দাস, প্রমেশ দাস ও অঞ্জন দাস, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের রামকৃষ্ণনগর ও শ্রীভূমি জেলার সংযোজক অর্জুন দাস, চন্দ্রপুর গ্রাম সমিতির সংযোজক লিলি চড়াই, রাঙামাটির গ্রাম সংযোজক মানিক চড়াই।

মরিশাসে একগুচ্ছ উপহার নিয়ে গেলেন মোদী, তুলে দিলেন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রীর হাতে

পোর্ট লুইস, ১১ মার্চ (হি.স.): ভারত থেকে মরিশাসে একগুচ্ছ উপহার নিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার মরিশাসের প্রেসিডেন্ট ধরমবীর গোখুল ও তাঁর স্ত্রীর হাতে সেই উপহারগুলি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী মরিশাসের প্রেসিডেন্টকে পিতল ও তামার পাত্রে করে মহাকুম্ভের পবিত্র সঙ্গম জল উপহার দিয়েছেন।

এছাড়াও মরিশাসের প্রেসিডেন্ট ধরম গোখুলকে বিহারের প্রসিদ্ধ খাবার "মাখানা" উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

মরিশাসের রাষ্ট্রপতি ধরম গোখুলের স্ত্রীকে সাদেলি বাক্সে করে একটি বেনারসি সিল্ক শাড়ি উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বারানসী থেকে উৎপত্তি হওয়া বেনারসি শাড়িটি বিলাসিতা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক, যা এর সূক্ষ্ম সিল্ক, জটিল ব্রোকেড এবং বিলাসবহুল জরি কাজের জন্য পরিচিত। এই সূক্ষ্ম শাড়িটি রাজকীয় নীল রঙে পাওয়া যায়, যা রূপালী জরি মোটিফ, একটি প্রশস্ত জরি পাড় এবং একটি সমৃদ্ধভাবে বিস্তারিত পাল্লু দিয়ে সজ্জিত, যা এটিকে বিবাহ, উৎসব এবং জমকালো উদযাপনের জন্য আদর্শ করে তোলে।

রাজ্যভিত্তিক হ্যান্ডলুম এক্সপো মেলার উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ মার্চ: হ্যান্ডলুম শিল্পের বিকাশে সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করেছে। মন্ত্রী টিংকু রায়ের হাত ধরে ১৪ দিনের মেলার উদ্বোধন হল আজ। কৈলাশহর আইটিআই কমপ্লেক্স ময়দানে ১০ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত চলবে রাজ্যভিত্তিক হ্যান্ডলুম এক্সপো মেলা। যার উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।

তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবস্বর আলী, কৈলাসহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, সমাজসেবক বিমল কর, এবং ঊনকোটি জেলার জেলা শাসক দিলীপ কুমার চাকমা সহ অন্যান্যরা। উদ্বোধনী বক্তব্যে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, ত্রিপুরার হ্যান্ডলুম শিল্প দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী শিল্প। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন ত্রিপুরার সিল্ক শাড়ি ও মনিপুরী হ্যান্ডলুম শিল্পের উৎকর্ষতা। তাঁর মতে, মনিপুরী সম্প্রদায়ের হ্যান্ডলুম শিল্পীরা অত্যন্ত দক্ষ, এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য দেশের বাজারে আরও প্রসারিত করা উচিত। তিনি হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরকে পরামর্শ দেন শিল্পীদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিল্পের প্রসারে আরও জোর দিতে।

মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী হ্যান্ডলুমকে পর্যটনের সঙ্গে সংযুক্ত করা দরকার। তিনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন, ত্রিপুরার বিখ্যাত মা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। অনেক পর্যটক এবং ভক্ত মন্দির থেকে উপহার হিসেবে হ্যান্ডলুম সামগ্রী নিয়ে যান। একইভাবে, শৈব তীর্থ ঊনকোটি-কে হ্যান্ডলুম শিল্পের মাধ্যমে নতুন মাত্রা দেওয়া সম্ভব। শৈব তীর্থ ঊনকোটিকে হ্যান্ডলুম সামগ্রী প্রস্তুত ও বাজারজাত করলে তা পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হবে এবং উপহার হিসেবে বিশেষ স্বীকৃতি পাবে।

আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠন করা শুধু রাজ্য সরকারের স্লোগানই নয়, তা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে: তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ মার্চ: আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠন করা শুধু রাজ্য সরকারের স্লোগানই নয়, তা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। সমাজের অবহেলিত গরীব অংশের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। এই অংশের মানুষের উন্নয়নের মধ্য দিয়েই রাজ্য সরকার এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠন করার কাজ করছে। আজ বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক তিনদিনব্যাপী সরস মেলার উদ্বোধন করে তপশিলি জাতি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। তিনদিনব্যাপী সরস মেলায় জেলার স্বসহায়ক দলের পক্ষ থেকে ৯৫টি স্টল খোলা হয়েছে। সরস মেলার উদ্বোধন করে প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী বলেন, গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বসহায়ক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বসহায়ক দলগুলি গুণগতমানের পণ্য উৎপাদনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ এলাকায় তাদের ব্যবসা প্রসারিত করতে পারবে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই রাজ্যে ৫২ হাজার ৬০০ স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নারীদের ক্ষমতায়নে এবং উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছেন। মহিলাদের বাদ দিয়ে আমাদের দেশ এগিয়ে যেতে পারবে না। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিধায়ক কিশোর বর্মন, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের দারিদ্র্য দূরীকরণ স্থায়ী কমিটির সভাপতি বেলা দেবনাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপ্লব চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম দাস এবং বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক রিংকু লাথের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

২৮ জন নির্বাচিত কৃষকের হাতে তুলে দেওয়া হলো যন্ত্রাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ মার্চ: এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কল্যাণপুর কৃষি বিভাগের উদ্যোগে কৃষি মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রান্তের নির্বাচিত আঠাশ জন কৃষকের হাতে কৃষি সহায়ক বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। এই যন্ত্রাংশ গুলোর মধ্যে মিনি ট্রাক্টর, স্প্রে মেশিন ইত্যাদি রয়েছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় কৃষি দপ্তরের কার্য্যালয়ের সামনে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, কল্যাণপুর ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, কৃষি তত্ত্বাবধায়ক রূপক রায় সহ বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী দাবি করেছেন এই সময়ের মধ্যে গোটা রাজ্যের সাথে সাথে কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকরা যাতে করে কৃষিকে ভিত্তি করে নিজেদের জীবন জীবিকা সঠিকভাবে নির্বাহ করতে পারে তার জন্য প্রথম থেকেই বিজেপি পরিচালিত সরকার কাজ করে চলেছে। পাশাপাশি কৃষি তত্ত্বাবধায়ক রূপক রায় দাবি করেন আগামী দিনেও এই এলাকার কৃষকদের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার মান উন্নয়নে দপ্তর বরাবরের মতো পাশে থাকবে।

চালিকাশক্তি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন মহকুমার মহকুমা শাসকগণ, চার জেলার প্রতিটি ব্লকের বিডিও থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন ও মহকুমা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ।

আজকের এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে মুখ্যসচিবদের সম্মেলনের যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে কি রূপরেখা তৈরী করা যায় সে বিষয়ে প্রত্যেককে অবগত করা হয়। বিকশিত ভারত গঠনের জন্য কি কি কর্মসূচি নেওয়া উচিত সে বিষয়েও কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আজকের এই কর্মশালায় ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা।

রত্ন ঃ অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর

দৃঢ়তার সাথে বলেন, মোদী সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল উত্তর-পূর্ব থেকে বাকি ভারতের মধ্যে দূরত্ব কমানো। আগামী ২০২৭ সালের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবক'টি রাজ্যের রাজধানীকে রেল, বিমান ও সড়ক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত করার ঘোষণা দেন তিনি। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী কেবল উত্তর-পূর্ব এবং ভারতের বাকি অংশের মধ্যে যোগাযোগই সমৃদ্ধ করেননি, মানসিক বিভাজন দূর করতেও কাজ করছেন। শ্রী শাহ বলেন, মোদী সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে প্রতিটি পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে, বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে একে একে আলোচনায় বসেছে, তাদের উদ্বেগ অনুধাবন করেছে এবং চুক্তির মাধ্যমে তাদের মূলস্রোতে নিয়ে আসার জন্য কাজ করছে।

অমিত শাহ বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এখন শান্তি বিরাজ করছে। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে এই অঞ্চলে ১১ হাজার সহিংসতার ঘটনা ঘটেছিলো, যেখানে ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল সময়কালেএই সংখ্যা প্রায় ৭০ শতাংশ কমে ৩ হাজার ৪২৮-তে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, জঙ্গি কার্য্যকলাপের নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মী-আধিকারিকদের নিহত হওয়ার ঘটনা ৭০ শতাংশ কমেছে এবং বেসামরিক নাগরিক নিহত হবার মত ঘটনা ৮৯ শতাংশ কমেছে। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে, মোদী সরকার সমস্ত জঙ্গি গোষ্ঠীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যার ফলে ১০,৫০০ এরও বেশি বিদ্রোহী তাদের অস্ত্র সমর্পণ করেছে এবং মূলধারার সাথে যুক্ত হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, গত ১০ বছরে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত উদ্যোগের অধীনে, সরকার উত্তর-পূর্বের ভাষা, উপভাষা, সংস্কৃতি, পোশাক, ঐতিহ্যবাহী নৃত্য এবং শিল্পকলাকে সম্মান ও সংরক্ষণ করেছে। জঙ্গিরা মূলস্রোতে ফিরে আসার মাধ্যমে ১০,০০০ এরও বেশি অস্ত্র সমর্পণ করেছে এবং এই প্রক্রিয়ায় এই অঞ্চল জুড়ে শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

অমিত শাহ বলেন, শান্তি ছাড়া কোনও অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভব নয়, কারণ শান্তি অগ্রগতির এক মৌলিক শর্ত। তিনি জোর দিয়ে বলেন, মোদী সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তরিকভাবে নজর দিয়েছে। শ্রী শাহ মোদী সরকারের অধীনে মহাকাশ প্রযুক্তি থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলির কথা তুলে ধরেন, উত্তর-পূর্ব স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (এনইএসএসি) এর মাধ্যমে প্রায় ১১০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য, এই অঞ্চলে ৩০০ টিরও বেশি হ্রদ নির্মাণের পরিকল্পনা করতে স্যাটেলাইট ম্যাপিং এবং টপোগ্রাফি ব্যবহার করা হয়েছে, যা আগামী দিনে স্থায়ী বন্যা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সমবায় মন্ত্রী বলেন, মোদী সরকারের আমলে গত ১০ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। সরকার এই অঞ্চলের জন্য বাজেটের সংস্থান বাড়িয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষের তুলনায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট ১৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে উন্নত যোগাযোগের জন্য, সড়ক উন্নয়নে ৪১,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং গ্রামীণ রাস্তার জন্যে পৃথকভাবে ৪৭,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তিনি বলেন, মোদী সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রাস্তাঘাটের জন্য ৯০ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে, বিমান যোগাযোগের জন্য ৬৪ টি নতুন বিমান রুট চালু করা হয়েছে, ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ কর্মসূচিতে ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং রেলওয়ের জন্য ১৮,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অমিত শাহ বলেন, আজ ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ভারতের বৃহত্তম রেল-কাম-রোড সেতু নির্মিত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভূপেন হাজারিকা সেতু নির্মাণ করেছেন, অরুণাচল প্রদেশকে একটি সবুজ ক্ষেত্র বিমানবন্দর দিয়েছেন, রেলওয়ে নেটওয়ার্কের ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণ অর্জন করেছেন এবং আসাম থেকে ভুটান পর্যন্ত একটি নতুন রেলপথ নির্মিত হচ্ছে। শ্রী শাহ আরও বলেন, আগামী ২০২৭ সালের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবক'টি রাজ্যের রাজধানীগুলিকে রেল, বিমান ও সড়কপথে যুক্ত করা হবে। মোদী সরকারের আমলে শুধু উত্তর-পূর্বের ভৌগোলিক দূরত্বই কমানো হয়নি, হৃদয়ের দূরত্বও কমেছে। তিনি আরও বলেন, সিকিমে ১০০ শতাংশ জৈব চাষের লক্ষ্য আমাদের সরকারের আমলেই পূরণ হয়েছে। তিনি বলেন, আজ অসমে ২৭ হাজার কোটি টাকার সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট আসছে, যা যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ আসছে। তিনি বলেন, মোদী সরকারের অধীনে গত ১০ বছরে এই উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং পরবর্তী ১০ বছরে উত্তর-পূর্ব থেকে কোনও শিশুকে কাজের জন্য দেশের অন্য অংশে যেতে হবে না; সেখানেই কর্মসংস্থান হবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর সময় আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত একটি সম্পূর্ণ উন্নত দেশ হয়ে উঠবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। তিনি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত মাতা তাঁর পূর্ণ শক্তি নিয়ে বিশ্বের সামনে দাঁড়াবে। তিনি আরও বলেন, বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতকে নেতৃত্ব দিতে হবে। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে, মহর্ষি অরবিন্দ এবং স্বামী বিবেকানন্দের এই স্বপ্ন এখন বাস্তবায়িত হতে চলেছে। এই প্রক্রিয়ায় যুবসমাজকে যুক্ত করতে আমাদের সরকার বেশ কিছু প্রয়াস গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীই প্রথম নতুন শিক্ষানীতি চালু করেছেন, যেখানে আমরা আমাদের ভাষা সংরক্ষণ এবং মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেওয়ার উপর জোর দিয়েছি। তিনি আরও বলেন, নতুন শিক্ষানীতির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা স্থানীয় এবং বৈশ্বিক উভয়ই ধরনের হবে, যা যুবকদের জন্য অনেক সুযোগ তৈরি করবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারত সরকারের হৃদয়ের খুব কাছের। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার কেবল বাজেট বরাদ্দের জন্যই নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন, ঐক্য ও শান্তির প্রতিও সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিধানসভা অধিবেশনে কমপক্ষে ১০০টি সভা করার আহবান জানিয়ে বিধানসভা অধ্যক্ষের নিকট চিঠি দিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: বিধানসভা অধিবেশনে কমপক্ষে ১০০টি সভা করার আহবান জানিয়েছে বিধানসভা অধ্যক্ষের নিকট চিঠি দিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, বিধানসভার ইতিহাসে, তৃতীয় বিধানসভায়, ১৭টি অধিবেশনে ১৬৬টি সভা হয় এবং ৫০টি বিল পাস হয়েছে। যা প্রায় ৪৩ কোটি টাকার বাজেট দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু সেই তুলনায় বর্তমানে কমে এসেছে সভার সংখ্যা, বৃদ্ধি পাচ্ছে বাজেটের অংক। দ্বাদশ বিধানসভার সাথে এর তুলনা করলে দেখা গেছে, সেখানে ৪৩টি সভায় ৭৪টি বিল পাস হয়েছে। যার প্রায় ২৬৬৫৪ কোটি টাকার বিস্ময়কর বাজেট রয়েছে।

তাই এক চিঠির মাধ্যমে বিধানসভা অধিবেশনে সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন করেন তিনি। কমপক্ষে ১০০ টি সভা করার আহবান জানান প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে।

কংগ্রেস ঃ বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

কেলেঙ্কারির ঘটনা রয়েছে। কিন্তু বিজেপির সরকারের উন্নতিকে কালিমালিপ্ত করার জন্যেই কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। তিনি আরো বলেন, বিজেপি আমলে যুবকদের চাকুরী হচ্ছে। রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। সন্ত্রাস বন্ধ হয়েছে। কিন্তু বাম ও কংগ্রেসের আমলগুলিতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ছিলনা বললেই চলে। অপহরণ, সন্ত্রাস এগুলি তখন নিত্যদিনের বিষয় ছিল। আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়ায় মানুষের মৃত্যু হত। অনাহারে অর্ধাহারে মানুষের মৃত্যু হত। কিন্তু এগুলো এখন অতীত।তিনি বলেন, বিজেপির জমায়েত দেখে ঘাবড়ে গেছে কংগ্রেস। তাই মনুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। কিন্তু মানুষ এখন সচেতন। বিজেপির জামায়াতে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছেন। এদিন একপ্রকার কংগ্রেসের অভিযোগ খন্ডন করতে গিয়ে কংগ্রেসকে তুলোধোনা করেছেন নবেন্দু ভট্টাচার্য।

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

থেকে ভাত খেয়ে বেড়িয়েছিলেন রনবীর দেব (৫২)। তাঁর বাড়ি, যোগেন্দ্রনগর কুলুকামিনী টিলায়। সারাদিন অতিক্রম করার পরও সে রাতে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুজি শুরু করে। কিন্তু তাঁর কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। আজ সকালে খবর আসে রহস্যজনক অবস্থায় মলয়নগর বাইপাস সংলগ্ন জঙ্গলে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এদিকে, মৃতের বোনের অভিযোগ, তাঁর ভাইকে খুন করা হয়েছে। কারণ, ঝুলন্ত মৃতদেহ মাটিতে স্পর্শ করে রয়েছে। ওই ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, রনবীর দেবের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে বেশ কিছু দিন যাবৎ পারিবারিক ঝামেলা চলছিল। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সদস্য, মৃত্যু একজনের

● প্রথম পাতার পর

করেন। আজ সকালে আহত তিনজনের মধ্য থেকে সন্তোষ সরকারের স্ত্রী টুলু রানি সরকার (৫০)মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় দক্ষিণ কাশারী এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে

করলেন সাংসদ রাজীব

● প্রথম পাতার পর

নির্মাণের দাবি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডার কাছে তুলে ধরেন।

আহ্বান কমিশনের

● আটের পাতার পর

২৮টি স্টেকহোল্ডারের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা সংবিধান এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সমস্ত আইনি কাঠামোর আওতাধীন। কমিশন রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্যে আরও জানিয়েছে যে, ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৬০ সালের নির্বাচক নিবন্ধন বিধি, ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনার বিধি, সুপ্রিমকোর্টের আদেশ এবং নির্বাচন কমিশন দ্বারা বিভিন্ন সময়ে জারি করা নির্দেশাবলী, ম্যানুয়াল এবং হ্যান্ডবুক একটি বিকেন্দ্রীকৃত, শক্তিশালী ও স্বচ্ছ আইনগত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে। যাতে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নারী দিবস উদযাপন

● আটের পাতার পর

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানে বক্তারা নারীদের সমাজে তাদের ভূমিকা, অধিকার এবং উন্নতি নিয়ে আলোচনা করেন। বিধায়ক কিশোর বর্মণ তাঁর বক্তব্যে বলেন, মহিলারা এখনও অনেক জায়গায় অসচেতন, তাদের মধ্যে আরও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

এছাড়া, নারী শিক্ষার প্রসারে এবং নারীদের প্রতি সহিংসতা রোধে সকলকে একত্রিত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

করবে: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

● আটের পাতার পর রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনায় বিপিএল কন্যা সন্তানের নামে রাজ্য সরকার ৫০ হাজার টাকার বন্ড রাখবে। ১৮ বছর পর সেই কন্যা সন্তান ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পাবে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় বিভিন্ন বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ১৪০ জন ছাত্রীকে স্কুটি প্রদান করা হবে। ১ লক্ষ ২০ হাজার ছাত্রীকে বাইসাইকেল দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিগণ অবহিত হয়ে গ্রামীণ জনগণকে সচেতন করলেই এই কর্মশালা সার্থক হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার শিশু, নারী ও দিব্যাঙ্গজনদের সার্বিক উন্নয়নে বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সজল বিশ্বাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক দীপকলাল সাহা। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস প্রমুখ।

কর্মশালায় গত দুর্গাপূজায় প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প প্রদর্শণের জন্য কল্যাণ সমিতিকে ১ম, নেতাজী যুবশক্তি সংঘকে ২য় এবং রয়েল ক্লাবকে ৩য় পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। ক্লাবগুলিকে যথাক্রমে ২০ হাজার টাকা, ১৫ হাজার টাকা ও ১০ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়। এছাড়া ৩ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও ৩ জন সহায়িকাকে সম্মানিত করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সহ অতিথিগণ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল।

দুই, উদ্ধার বাইক

● প্রথম পাতার পর

গতকাল গভীর রাতে কৈলাসহর থানার পুলিশ চিনিবাগান এলাকার নাকা পয়েন্টে উৎ পেতে ছিল। রাত ২টা নাগাদ দুই যুবক বাইক চালিয়ে নাকা পয়েন্টে আসলে পুলিশ তাদের আটক করে। পরে ওই যুবকদের সাথে থাকা জিনিসপত্র তল্লাশি করে পাঁচটি সাবান কেইসে ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী জানান, সাবান কেইস থেকে উদ্ধারকৃত ব্রাউন সুগারের বাজারমূল্য আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকা হবে।

অভিযোগ ময়দানে কাউন্সিলর

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্র করে দীঘলবাগ এলাকার পুর পরিষদ কাউন্সিলর সহ এলাকাবাসী জানতে আসেন তক্ষশীলা নার্সিংহোমে। কিন্তু এসে দেখা যায় তক্ষশীলা নার্সিংহোমের প্রধান ফটক বন্ধ। কাউন্সিলর জানান, বিগত কিছুদিন পূর্বেও এরকম একটি ঘটনা ঘটে। একজন ব্যক্তির ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হয়। সম্প্রতি এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে তক্ষশীলা নার্সিংহোমে। সেই কারণেই জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য পুরপরিষদের স্থানীয় কাউন্সিলার সহ এসেছেন। কি হয়েছিল ঘটনা তা অবহিত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এসে ডাক্তার সহ অন্য কাউকে পাওয়া যায়নি। ডাক্তার বাবুকে ফোন করলে তিনি ফোন ধরছেন না। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অবিলম্বে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। নার্সিংহোমটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য দাবী তুলেছেন এলাকাবাসী। ভুল চিকিৎসায় মৃত মহিলার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

ভূমিকম্প হবে ঃ সুদীপ

● প্রথম পাতার পর

গোপাল রায়, বীরজিত সিনহা, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযুষ কান্তি ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। এদিন শ্রী বর্মণ অভিযোগ করেন, বিজেপির জনসভায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জনগনকে একপ্রকার জোর করে নিয়ে আসা হয়েছিল। এর খেসারত বিজেপি সরকারকে আগামীদিনে দিতে হবে। এভাবে জোর করে ভালবাসা আদায় করা পরিণাম শুভ নয়, বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

তাঁর কথায়, বিজেপি যাতে দেশের সংবিধানের উপর কোনো আঁচ আনতে না পারে তারজন্য একজন রক্ষক হিসেবে জনগণকে আন্দোলনে নামে হবে। এদিন তিনি সিপিএমকে একহাত নিয়েছেন। প্রাইমারি মেম্বারের সাপোর্ট দিয়ে সিপিআইএম কখনো সরকারের আসতে পারবে না, তারা জনসমর্থন হারিয়ে ফেলেছে। তিনি বলেন, কমিউনিজম নামে সিপিএম করা নয়। কমিউনিজমের আদর্শই হল দলিত, নিপিড়ীতদের অধিকার আদায়ে লড়াই করা। যেমন, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি কমিউনিজমে বিশ্বাসী। সাধারণ জীবনযাপন করেন তিনি। কোনোদিন ব্যক্তিস্বার্থে তিনি জনগণের পাশে দাঁড়ান নি। এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় আগামীদিন রাজনৈতিক ভূমিকম্প হবে।বিজেপির হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে লড়াই ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। দেশের স্বার্থে একজোট হয়ে লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছেন।

যাওয়ার পরিকল্পনা

● প্রথম পাতার পর

এই বাজেট যুবসমাজ, মধ্যবিত্ত এবং কৃষকদের আর্থিক বিকাশের ভবিষ্যৎ তৈরি করার আশা ও স্বপ্ন দেখিয়েছে। এরজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় বাজেটের মাধ্যমে মনিপুর নয় গোটা দেশ আর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেকটাই লাভবান হবে। বিগত দিনে কংগ্রেসের আমলে মণিপুরের কোনো উন্নয়ন হয় নি। কিন্তু বিজেপি সরকারের আমলে মনিপুরে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে গিয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ২০১৪ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মনিপুরের বাজেটে ১৪৩ গুন বৃদ্ধি করেছেন।

লোকসভায় তথ্য

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী জানিয়েছেন, মন্ত্রকের উদ্যোগে একটি বিস্তৃত ডিজিটাল সংগ্রহস্থল, ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া কনটেন্ট হাব চালু করা হয়েছিল যা ভারতের পর্যটন সম্পর্কিত উচ্চমানের চিত্র, চলচ্চিত্র, ব্রোশিওর এবং নিউজলেটারগুলির সমৃদ্ধ সংগ্রহের বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল। মন্ত্রকেরসোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলির ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও এর প্রচার করা হয়।

তিনি বলেন, বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পর্যটন যেমন স্বাস্থ্য ও সুস্থতার পর্যটন, রন্ধনসম্পর্কীয় পর্যটন, গ্রামীণ, ইকো-ট্যুরিজম ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কেও প্রচার করা হয় যাতে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পর্যটনের সুযোগ প্রসারিত করা যায়।

'ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর সার্ভিস প্রোভাইডারস', 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট ফ্যাসিলিটেটর' (আইআইটিএফ), 'পরিবেশন মিত্র' এবং 'পরিবেশন দিদি'র মতো দক্ষতা বৃদ্ধি, দক্ষতা বিকাশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সামগ্রিক গুণমান এবং দর্শনার্থীদের অভিজ্ঞতা বাড়ানো হয়ে থাকে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তিনি জানান, গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনস্থলগুলিতে বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পর্যটন মন্ত্রক অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের সঙ্গে আরসিএস-উড়ান প্রকল্পের আওতায় সহযোগিতা করেছে। এখনও পর্যন্ত ৫৩টি পর্যটন রুট চালু করা হয়েছে।

এছাড়া, ই-ভিসা স্কিম এখন ১৬৭ টি দেশে উপলব্ধ এবং এটি ৯ টি উপ-বিভাগের জন্য উপলব্ধ রয়েছে। এগুলি হল-

১. ই-ট্যুরিস্ট ভিসা
২. ই-বিজনেস ভিসা
৩. ই-মেডিকেল ভিসা
৪. ই-কনফারেন্স ভিসা
৫. ই-মেডিকেল এটেনডেন্ট ভিসা
৬. ই- আয়ূষ ভিসা
৭. ই-আয়ুষ অ্যাটেনডেন্ট ভিসা
৮. স্টুডেন্ট ভিসা
৯. ই-স্টুডেন্ট এক্স ভিসা

হিমালয় পর্বতমালায় ট্রেকিংয়ের জন্য ভারতে আসা পর্যটকের সংখ্যা এবং ভারতের অভ্যন্তরে ভ্রমণের সময় বিদেশী পর্যটকদের দ্বারা ব্যবহৃত পরিবহণের পদ্ধতি পর্যটন মন্ত্রকের কাছে উপলব্ধ নয় বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

বাংলাদেশি আটক

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন, তারা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে শিয়ালদা যাওয়ার উদ্দেশ্যে ছিলেন এবং সেখান থেকে আমেদাবাদ যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তবে তাদের এই পরিকল্পনা ভেস্তে যায় উদয়পুর পুলিশের তৎপরতার কারণে। অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তারা। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেও, দালালের নাম বা অন্যান্য কোনো তথ্য তারা জানাতে পারেনি। বর্তমানে, তাদের পুলিশি হেপাজতে রাখা হয়েছে।

এফিডেভিট

আমি, শ্রীমতি পায়েল কর দাস, পিতা-মৃত পঙ্কজ কর, নিবাস- ২১৫ এ, ধলেশ্বর রোড নং-১, আগরতলা, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন- ৭৯৯০০৭। আমি পায়েল কর দাস থেকে পদবি পরিবর্তন করে পায়েল কর করেছি এবং এখন থেকে নোটারি এফিডেভিট আগরতলা রেজি নং ৯ মার্চ ২০২৫ তারিখ ১০-০৩-২০২৫ মূলে সমস্ত ক্ষেত্রে এই নাম ব্যবহৃত হইবে। পায়েল কর দাস এবং পায়েল কর একই মহিলা। এটা আমার জ্ঞান সত্য।

Payel Kar

আনন্দ, সেন্টুর ব্যাটিংয়ে মৌচাককে হারিয়ে জয় অব্যাহত ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত ব্লাড মাউথের। আজ, মঙ্গলবার হারিয়েছে মৌচাক ক্লাবকে। সোমবারে জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছিল। ইউনাইটেড বি এস টি কে ৬ উইকেটে হারানোর মধ্য দিয়ে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টি আই টি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মৌচাক ক্লাব প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৩ উইকেটে হারিয়ে ১৭৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে আনন্দ ভৌমিকের দুর্দান্ত অপরাজিত ৭০ রান এবং ওপেনার সেন্টু সরকারের ৫০ রানের পাশাপাশি, অধিনায়ক সৌরভ দাসের অপরাজিত ২১ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। আনন্দ ৩৯ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৭০ রান সংগ্রহ করে দলের রান অনেকটা সমৃদ্ধ করে তোলে। এছাড়া সেন্টু সরকার ৫৩ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫০ রান পায়।

সৌরভ ১২ বল খেলে দুটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত ২১ রানেরও গুরুত্ব রয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মৌচাক ক্লাব আট উইকেট হারিয়ে ১০৫ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার শেষ হয়ে যায়। দলের পক্ষে সমীর দেববর্মা সর্বাধিক ৩৪ রান পেয়েছিল।

এছাড়া, সিদ্ধার্থ দেবনাথের অপরাজিত ২৩ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। ব্লাডমাউথের শাহরুখ হোসেন ও দীপ্তনু চক্রবর্তী দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে আনন্দ আজও প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

শুভমের দাপটে চলমানকে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ সূচনা ওপিসি-র

ও পি সি- ১৪২/৭ চলমান সঙ্ঘ- ১২২/৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো ও পি সি। রণজি ক্রিকেটার শুভম ঘোষের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। মঙ্গলবার ও পি সি আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ২০ রানে পরাজিত করে চলমামন সঙ্ঘকে। মরসিংগড় টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। সকালে প্রথমে ব্যাট করে ও পি সি-র গড়া ১৪২ রানের জবাবে চলমান সঙ্ঘ ১২২ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের শুভম ঘোষ প্রথমে ব্যাট হাতে অর্ধশতরান করার পর বল হাতে ১ উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয় এনে দেন।

পর পর দুই ম্যাচে পরাজিত হয়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়লো চলমান সঙ্ঘ।

এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ও পি সি নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৪২ রান করে। দলের পক্ষে শুভম ঘোষ ৩৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৮, নিরুপম সেন চৌধুরি ২১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, রাহুল চন্দ্র সাহা ১৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং সপ্তজিৎ দাস ১৩ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রামন করেন। চলমান সঙ্ঘের পক্ষে দেবপ্রসাদ সিনহা ১৭ রানে এবং প্রণবিন্দু সাহা ৪৭ রানে ২টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে চলমান সঙ্ঘ নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১২২ রান করতে সং৭ম হয়।দলের পক্ষে সম্রাট সিনহা ২৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩,বিশাল চৌহান ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, লক্ষ্মন পাল ৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। ও পি সি-র পক্ষে অভিজিৎ দেববর্মা ১৫ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিজয়ী ভারতকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য আক্রমের

পাকিস্তানের বদলে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলেছে ভারত। তাতে নাকি অন্যায্য সুবিধা পেয়েছে রোহিত ব্রিগেড। গোটা টুর্নামেন্টজুড়ে বারবার এই দাবি তুলেছেন ক্রিকেটার থেকে আমজনতা। তবে এবার যাবতীয় সমালোচনা থামিয়ে দিলেন ওয়াসিম আক্রম। প্রাক্তন পাক পেসারের স্পষ্ট মত, দুবাই বা পাকিস্তান যেখানেই খেলা হোক না কেন ভারতই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পেত।

হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলেছে ভারত। যেখানে অন্য দলগুলোকে পাকিস্তান থেকে দুবাই সফর করতে হয়েছে। তাতে নাকি বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া- এমন দাবি করে সমালোচনায় সরব ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার নাসের হুসেন থেকে বর্তমান ক্রিকেটার জস বাটলার। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ডেভিড মিলার সাফ বলেছেন, পাকিস্তান থেকে দুবাই যাতায়াত করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই সেমিফাইনাল হেরেছেন। সেজন্য ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে সমর্থন করবেন, যেন দুবাই খেলা ভারতকে 'উচিত শিক্ষা' দেওয়া যায়।

যদিও টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর সাফ বলেছিলেন, মোটেই অন্যায্য সুবিধা পাচ্ছে না তাঁর দল। এবার সেই একই কথা শোনা গেল আক্রমের মুখেও। একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রাক্তন পাক পেসার সাফ জানালেন, "বিশ্বের যেকোনও প্রান্তে খেলা হোক না কেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি যেত ভারতের কাছেই। ওদের দুবাইয়ে খেলা নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ভারত যদি পাকিস্তানেও খেলত, সেখানেও ট্রফি জিতে যেত।"

কেন এমনটা বলছেন আক্রম? গত বছর থেকে পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলছেন, "একটাও ম্যাচ না হেরে টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও অপরাজিত। ভারতীয় ক্রিকেটে কতটা গভীরতা আছে, এই পারফরম্যান্স থেকেই সেটা বোঝা যায়। নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর দাবি উঠেছিল, কোচ-ক্যাপ্টেনকে সরিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু বিসিসিআই তাঁদের উপর আস্থা রেখেছে। সেই আস্থার ফল মিলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে।" কঠিন সময়ে বিসিসিআই যেভাবে সকলের পাশে থেকেছে, সেই ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রাক্তন পাক পেসার। ঘুরিয়ে কি নিজের দেশের বোর্ডকে বিঁধলেন?

ভারতীয় কুস্তি সংস্থার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল কেন্দ্রীয় সরকার

ভারতীয় কুস্তি সংস্থার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার থেকে সংস্থার প্রধান সঞ্জয় সিংহের হাতেই পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। কুস্তিগিরেরা যৌননিগ্রহের অভিযোগ তুলেছিলেন ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের বিরুদ্ধে। তাঁর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত সঞ্জয় ।বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ ব্রিজভূষণ এক সময় ভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রধান ছিলেন। সেই সময় কুস্তিগিরদের যৌননিগ্রহ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক, বিনেশ ফোগটের মতো কুস্তিগিরেরা অভিযোগ করেছিলেন ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে। যে কারণে তাঁকে কুস্তি সংস্থার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যদিও ব্রিজভূষণের ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় দায়িত্ব পান। যা নিয়ে আপত্তি ছিল কুস্তিগিরদের। এমন অবস্থায় গত বছর ২৪ ডিসেম্বর ভারতীয় কুস্তি সংস্থাকে নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করেছিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। যা মঙ্গলবার তুলে নিল তারা।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে যে, ভারতীয় ক্রীড়া জগতের কথা ভেবে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে, কুস্তি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন কোনও ব্যক্তি সংস্থার কাজে যুক্ত থাকতে পারবেন না। শুধু মাত্র নির্বাচিত আধিকারিকেরাই দায়িত্ব সামলাবেন ।কিছু দিন আগে কুস্তি সংস্থার অফিস সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ব্রিজভূষণের বাড়িতে। ফলে কুস্তি সংস্থার কাজে তিনি কোনও ভাবে যুক্ত থাকবেন না, তা মেনে নিতে পারছেন না অভিযোগকারী কুস্তিগিরেরা। ব্রিজভূষণ যখন কুস্তি সংস্থার প্রধান ছিলেন, তখন অফিস ছিল তাঁর বাড়িতে। কিন্তু তাঁকে যখন সরানো হয়, তখন অফিসের ঠিকানাও বদল হয়। ব্রিজভূষণ গত লোকসভায় ভোটে লড়েননি। ব্রিজভূষণের বাড়ি দিল্লিতে। তাঁর ছেলে করণভূষণ সিংহ লোকসভা ভোটে বিজেপির হয়ে লড়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের কৈশরগঞ্জ থেকে। তিনি জিতেওছিলেন।

ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে দিল্লি কোর্টে এখনও যৌন হেনস্থার মামলা চলছে। যে কারণে তাঁর সঙ্গে সরাসরি কোনও যোগাযোগ নেই ভারতীয় কুস্তি সংস্থার। কিন্তু ঘুরপথে যে এখনও তিনি সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তা স্পষ্ট। তাঁর বাড়িতে সংস্থার অফিস আসার ঘটনায় ব্রিজভূষণ সংবাদ সংস্থা -কে বলেছিলেন, "কুস্তি সংস্থার অফিস কোথায় হবে তা সরকার ঠিক করবে না।"

২০২৩ সালে কুস্তি সংস্থার অফিস চলে গিয়েছিল হরিনগরে। সেই সময় কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক ভারতীয় কুস্তি সংস্থাকে নিলম্বিত করেছিল। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে দেশের অন্যতম সেরা কুস্তিগিরদের অভিযোগের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ব্রিজভূষণের দাবি, "কুস্তি সংস্থার অফিস এখনও হরিনগরেই আছে। আমরা নতুন জায়গা খুঁজছি। যে হেতু বহু দিন ধরে আমি কুস্তি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তাই বিভিন্ন সময়ে কুস্তিগির এবং কর্তারা আমার বাড়িতে আসেন। আর কুস্তি সংস্থার অফিস কোথায় সেটা খুব বড় বিষয় নয়। সংস্থাই ঠিক করবে অফিস কোথায় হবে। তারা অফিসের জন্য জায়গা খুঁজছে। খুব তাড়াতাড়ি নতুন অফিস হবে ভারতীয় কুস্তি সংস্থার। আমি এখনও কুস্তির সঙ্গে যুক্ত। কুস্তিগিরেরা তাই আমার সঙ্গে দেখা করেন। অন্য খেলার সঙ্গে যুক্ত ক্রীড়াবিদেরাও আসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। কে কী বলছে তাতে কিছু যায়- আসে না। আমি কোনও অন্যায় করিনি। আর খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করার ক্ষেত্রে তো আমার কোনও বাধা নেই।"

তামাক-মাদকের বিজ্ঞাপন করতে পারবেন না কোহলি-গাভাসকররা

আইপিএলের সময় তামাক এবং মাদকদ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হোক, এই মর্মে কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ সিং ধুমলকে চিঠি লিখেছেন ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস অতুল গোয়েল। ক্রিকেটার এবং ধারাভাষ্যকাররাও কোনও মাদকের বিজ্ঞাপন করতে পারবেন না বলেও জানানো হয়েছে ওই চিঠিতে।গত ৫ মার্চ কেন্দ্রে তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ক্যানসার, ফুসফুসের রোগ, হাইপারটেনশনের মতো নানা অসুখ বাড়ছে দেশজুড়ে। আর এই সমস্ত অসুখের নেপথ্যে রয়েছে তামাক এবং মাদক। তামাকজনিত অসুখে মৃত্যুর নিরিখে গোটা বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। তাই আইপিএলের মঞ্চ থেকে এই ধরণের পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখানো বন্ধ করা উচিত। কারণ ভারতে সবচেয়ে বেশি দর্শক রয়েছে আইপিএলেই ।তিন দফা নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে। প্রথমত, স্টেডিয়াম বা ম্যাচ সম্প্রচারের সময়ে তামাক বা মাদকদ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেখানো যাবে না। মাদক ব্র্যান্ডের অন্য ধরণের পণ্যের বিজ্ঞাপনও বন্ধ রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, খেলার মাঠ বা অন্যান্য জায়গায় তামাক পণ্য বিক্রি করা যাবে না। তৃতীয়ত, ক্রিকেটার বা ধারাভাষ্যকাররা এই ধরণের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারবেন না।

বিহারে জাতীয় জুনিয়র হ্যান্ডবল ১৬ সদস্যের ত্রিপুরা দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিহারের জেহানাবাদে অনুষ্ঠিত হবে ৪৬ তম জাতীয় জুনিয়র বালকদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা। ২৬-৩০ মার্চ হবে আসর। তাতে অংশ নেবে ত্রিপুরা। সেই লক্ষ্যে গঠিত হলো ত্রিপুরা দল। মঙ্গলবার সকালে উমাকান্ত আকাদেমির সামনে হ্যান্ডবল মাঠে হয় নির্বাচনী শিবির। তাতে ১৬ সদস্যের ত্রিপুরা দল ঘোষনা করা হয়। রাজ্য সংস্থার সচিব লিটন রায় ত্রিপুরা দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষনা করেন। ঘোষিত দলে রয়েছে তুহিন পাল,শৈলেন দাস, ইন্দ্রজিৎ দাস, মহাদেবলাল সূত্রধর, আকাশ সূত্রধর,অয়ন দেবনাথ, গৌরব চৌধুরি,রোহিল সাতসা, বিশ্বজিৎ পাল,কিষান আচার্য, বিক্রম দাস,অলক চাকমা,হৃদয় ত্রিপুরা,দেবজিৎ দত্ত,দ্বিদনয় দাস, সুপ্রসন্ন ভৌমিক। অতিরিক্ত তালিকায় রাখা হয়েছে সঞ্জীব মিত্র, শঙ্খশুভ্র সেন, অঙ্কিত দাস এবং সঞ্জীব দাস।

২০২৭ বিশ্বকাপ ? এখনই ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে নারাজ রোহিত

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনাল শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন অবসরের কথা। পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে এই মুহূর্তে অবসরের কোনও চিন্তাভাবনাই নেই তাঁর। এবার ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা মুখ খুললেন ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ নিয়ে। তিনি জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে ২০২৭ বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা করার কোনও মানে হয় না।

জিও হটস্টারে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোহিত বলেছেন, "পরিস্থিতি অনুযায়ী চলার চেষ্টা করছি। খুব বেশিদূর চিন্তাভাবনা করা আমার উচিত হবে না। এখন আমি ভালো খেলা এবং সঠিক মানসিকতার উপর জোর দিচ্ছি। ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলব কি খেলব না, তা নিয়ে এখনই কিছু বলা উচিত হবে না। এই ধরনের বক্তব্যের কোনও মানে নেই।" তিনি আরও বলেছেন, "নিজের কেরিয়ার নিয়ে আমি ধাপে ধাপে এগিয়েছি। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমি এগোতে পছন্দ করি না। অতীতেও করিনি। আপাতত আমি আমার ক্রিকেট এবং দলের সঙ্গে সময় কাটানো উপভোগ করছি। আশা করছি, সতীর্থরাও আমার উপস্থিতি উপভোগ করবে। এটাই গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনি একইসঙ্গে জানিয়েছেন যে, এমন একটা দল তৈরি করতে চেয়েছিলেন যাকে প্রতিপক্ষ কখনও হালকাভাবে দেখবে না। তাঁর বক্তব্য, "অন্য দলগুলি আমাদের কীভাবে দেখবে, সে ব্যাপারে আমি কোনও কথা বলতে চাই না। আমি শুধু চাই, প্রতিপক্ষ যেন কখনও আমাদের হালকাভাবে না নেয়। পাঁচ উইকেট পড়ে গেলেও লড়াই করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আছে আমাদের।" একইসঙ্গে তিনি সতীর্থ মহম্মদ শামিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। ভারত অধিনায়কের কথায়, "জশপ্রীত বুমরাহ হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ফিট হতে পারবে না, এমন সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইংল্যান্ড সিরিজ থেকে শামিকে পেয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলেছিলাম। কারণ আইসিসি টুর্নামেন্টে ও বারবার দারুণ পারফর্ম করেছে।" রোহিতের মতে, দুবাইয়ে খেলার বিষয়টি তাঁদের হাতে ছিল না। তা সত্ত্বেও বারবার দুবাইয়ে খেলা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে ভারতীয় দলকে।

ইউনাইটেড বিএসটি-কে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় হার্ভে ক্লাবের

ইউ বি এস টি- ১৪৬/৮ হার্ভে - ১৪৭/৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। দ্বিতীয় জয় পেলো হার্ভে ক্লাব। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে ২ বল বাকি থাকতে জয় ছিনিয়ে নেয় হার্ভে। ৩ উইকেটে পরাজিত করে ইউ বি এস টি-কে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। শহীদ কাজল ময়দানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ইউ বি এস টি নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৬ রান করে। দলের পক্ষে রণজিৎ দেববর্মা ২৮ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, পরমজিৎ ঘোষ ২৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯, শায়ন দাস ২৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং ওঙ্কার তারমালে ৮ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। হার্ভের পক্ষে সাহিল সুলতান ১৭ রানে,স্বরব সাহানি ২২ রানে এবং রাকেশ রুদ্রপাল ২৫ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে হার্ভে ১৯.৪ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অমিত চৌহান ২২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮,আরমান হোসেন ২৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, স্বরব সাহানি ১৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪,আনন্দ দুবে ১৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং বিশাল দেববর্মা ১৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন। ইউ বি এস টি-র শায়ন দাস ২৫ রানে এবং ঋতুরাজ দেবনাথ ২৯ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন।

বিশ্বজয়ের উদ্দাম সেলিব্রেশন নয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিজয়ী দলের জন্য !

মুম্বইয়ের রাস্তায় জনসমুদ্র। তিলধারণের জায়গা নেই ওয়াংখেড়েতে। কাতারে-কাতারে জনতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে আছেন রোহিত-বিরাটদের আগমনের। তাঁরা এলেন রাজার বেশে। হাতে বিশ্বকাপ। গত বছর টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের পরে এমনই মেগা সেলিব্রেশনে মেতেছিল মুম্বই। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরে এসবের কিছুই হবে না। আড়ম্বরহীনভাবেই দেশে ফিরবেন ক্রিকেটাররা।

১২ বছর পরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে ভারত। আনন্দে মেতেছে গোটা দেশ।

ভারতীয় দলে এমন অনেক ক্রিকেটার রয়েছেন, যাঁরা এই প্রথমবার আইসিসি ট্রফিজয়ের স্বাদ পেয়েছেন। তাই চ্যাম্পিয়ন হয়ে মাঠেই উৎসবে মেতেছিলেন তাঁরা। ক্রিকেটভক্তদের অনেকে ভেবেছিলেন, বিশ্বকাপজয়ী দলকে যেভাবে হুডখোলা বাসে চাপিয়ে ওয়াংখেড়েতে এনে সম্মান জানানো হয়েছিল, এবারও হয়তো সেরকমটা হবে। কিন্তু বোর্ডের তরফে এখনও সেরকম সেলিব্রেশনের পরিকল্পনা জানানো হয়নি। অন্তত আগামী কয়েকদিনে তো সেলিব্রেশন হবে না, সেটা নিশ্চিত।

কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিজয়ী ভারতীয় দলের জন্য রাজকীয় অভ্যর্থনা থাকছে না কেন? সূত্রের খবর, ক্রিকেটারদের বিশ্রামের কথা মাথায় রেখেই কোনও উৎসবের আয়োজন করা হয়নি। আগামী ২২ মার্চ থেকে আইপিএল শুরু হচ্ছে। তার আগে প্রাক-মরশুম ক্যাম্পে যোগ দিতে হবে ক্রিকেটারদের। অনেকে দুবাই থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন এই শিবিরে। কেউ বা কয়েকদিনের ছুটি কাটিয়ে আইপিএল শিবিরে যোগ দেবেন। অনেকে দেশে ফিরলেও কয়েকদিন পর থেকে আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু করবেন। উল্লেখ্য, টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী দল চাটার্ড বিমানে ফিরেছিল। দলের সকলে একসঙ্গে ছিলেন। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষে সকলে নিজের মতো করে দেশে ফিরছেন।

এতকিছু মাথায় রেখেই বোর্ডের সিদ্ধান্ত, এখনই বড়মাপের সেলিব্রেশন করা হবে না। কারণ ক্রিকেটারদের বিশ্রামের প্রয়োজন। তাছাড়া সকলকে আবার একত্রিত করতেও সমস্যা হতে পারে। তাই উদ্দাম সেলিব্রেশন হবে না। প্রসঙ্গত, সোমবার রাতেই সপরিবারে মুম্বই ফিরেছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। বিমানবন্দরে তাঁর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেরা একাদশ বাছল আইসিসি, নেই রোহিত

রবিবার শেষ হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ফাইনালে নিউ জিল্যান্ডকে চার উইকেটে হারিয়েছে ভারত। সোমবার সেই প্রতিযোগিতার সেরা দল বেছে নিল আইসিসি। এক জন-দু'জন নয়, মোট পাঁচ জন ভারতীয় সুযোগ পেয়েছেন ১১ জনের দলে। অতিরিক্ত হিসাবে যে ক্রিকেটারকে রাখা হয়েছে তিনিও ভারতীয়। বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আয়ার, কেএল রাহুল, বরুণ চক্রবর্তী এবং মহম্মদ শামি রয়েছেন মূল দলে। অক্ষর পটেলকে রাখা হয়েছে দ্বাদশ ব্যক্তি হিসাবে। রানার্স নিউ জিল্যান্ড দলের থেকে সুযোগ পেয়েছেন চার জন।

তার মধ্যে প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার রাচিন রবীন্দ্র রয়েছেন। এই দলের অধিনায়ক করা হয়েছে মিচেল স্যান্টনারকে। আফগানিস্তানের দু'জন ক্রিকেটার সুযোগ পেয়েছেন।ওপেনার হিসাবে রোহিত নেই। কারণ ফাইনাল বাদে বাকি চারটি ম্যাচে খুব একটা রান করতে পারেননি। দু'টি শতরান করা রাচিন রয়েছেন ওপেনার হিসাবে। ২৬৩ রান নিয়ে তিনিই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১১২ রান দলকে জিতিয়েছে। সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১০৮ রান করেছিলেন।রাচিনের সঙ্গে রয়েছেন ইব্রাহিম জাদরান। আফগানিস্তানে সেমিফাইনালে না গেলেও জাদরান আলাদা করে নজর কেড়েছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর ১৭৭ রান প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান।

কোহলি রয়েছেন তিনে। রান সংগ্রাহকদের তালিকায় ২১৮ রান নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন তিনি। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮৪ করেন। দু'টি ক্ষেত্রেই তাঁর ইনিংসে ভর করে দল জিতেছে।

বেশ কিছু ম্যাচে ভারতের মিডল অর্ডারকে ভরসা দিয়েছেন শ্রেয়স এবং রাহুল। আইসিসি-র দলেও মিডল অর্ডারে তাঁদেরই বেছে নেওয়া হয়েছে। শ্রেয়স ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি (২৪৩) রান করেছেন। রাহুল করেছেন ১৪০। সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল, দু'টি ম্যাচেই কার্যকরী ইনিংস খেলেছেন রাহুল।ছ'নম্বরে রয়েছেন গ্লেন ফিলিপ্স। ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং, দু'টিতেই তিনি দারুণ। দরকারে স্পিন বলও করে দিতে পারেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাঁর তিনটি ক্যাচ ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। তার মধ্যে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে উড়ে গিয়ে কোহলির ক্যাচ নিয়েছিলেন।জাদরানের পর আফগানিস্তানের দ্বিতীয় ক্রিকেটার আজমাতুল্লাহ ওমরজাই। ব্যাট, বল দুই ক্ষেত্রেই অবদান রেখেছেন। সাতটি উইকেটের পাশাপাশি ১২৬ রান করেছেন। স্যান্টনার প্রতিযোগিতায় ন'টি উইকেট নিয়েছেন।

তবে ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর উইকেট নেওয়ার দক্ষতা বাকিদের থেকে এগিয়ে রেখেছে।দীর্ঘ দিন পর চোট কাটিয়ে ফেরা শামি প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেই সেরা দলে সুযোগ পেয়েছেন। তিনিও ন'টি উইকেট পেয়েছেন। চোটের কারণে ফাইনালে খেলতে না পারলেও ১০ উইকেট নেওয়া ম্যাট হেনরি প্রথম এগারোয় রয়েছেন। তালিকার সর্বশেষ নাম বরুণ চক্রবর্তী। মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলে ন'উইকেট নিয়েছেন। তাঁর ঘূর্ণি বুঝতে নাজেহাল হয়েছেন বিপক্ষ ব্যাটারেরা।

পুরো দল: রাচিন রবীন্দ্র, ইব্রাহিম জাদরান, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আয়ার, কেএল রাহুল (উইকেটকিপার), গ্লেন ফিলিপ্স, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), মহম্মদ শামি, ম্যাট হেনরি এবং বরুণ চক্রবর্তী।

অবসর নিয়ে মন্তব্য জাডেজার

রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মাঝে আচমকাই রবীন্দ্র জাডেজার সম্ভাব্য অবসর নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছিল। নিউ জিল্যান্ডের ইনিংসের মাঝে যে ভাবে বিরাট কোহলি তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল রবিবারই জাডেজার শেষ ম্যাচ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার এক দিন পর সেই নিয়ে উত্তর দিলেন জাডেজা। মাত্র চার শব্দে নিজের উত্তর জানিয়েছেন তিনি। সোমবার সমাজমাধ্যমে জাডেজা লিখেছেন, "নো আননেসেসারি রিউমর্স, থ্যাঙ্কস।" অর্থাৎ, কোনও অপ্রয়োজনীয় গুজব ছড়াবেন না, ধন্যবাদ। মনে করা হচ্ছে, সমর্থক এবং সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশেই তাঁর এই বার্তা। কারণ রবিবার বিকেল থেকেই জাডেজার অবসর নিয়ে জল্পনা ছড়াচ্ছিল সমাজমাধ্যমে। চার শব্দের বার্তায় জাডেজা নিজেই তার অবসান ঘটালেন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির মতোই সেই ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়েছিলেন জাডেজা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরে রোহিত অবসর নিতে পারেন বলে জল্পনা ছড়িয়েছিল। যদিও সাংবাদিক বৈঠকে এসে রোহিত বলেছেন, "আমি এক দিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি না। আগামী দিনে দয়া করে কোনও গুজব ছড়াবেন না। আপাতত কোনও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। যে ভাবে চলছে, সে ভাবেই সব চলুক।"

ফাইনালে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স পাওয়া গিয়েছে জাডেজার থেকে। প্রথমে বল হাতে ১০ ওভারে মাত্র ৩০ রান দিয়ে টম লাথামের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নেন। পরে ব্যাট হাতে ছ'বলে ন'রান করেন। জেতার রানও এসেছে তাঁর ব্যাট থেকেই।

ছাত্র-ছাত্রীরাই আগামীদিনে দেশের মূল চালিকাশক্তি : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১১ মার্চ : প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরাই আগামীদিনে দেশের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে। তাই পড়াশোনার কোন বিকল্প নেই। আজ বিশালগড় মহকুমার পূর্ব গোকুলনগরস্থিত লিপিকা দাসগুপ্ত মেমোরিয়াল স্কুলের (ইংরেজি মাধ্যম) চতুর্থ প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন এসেছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার সুপার ৩০ প্রকল্প, আরক্ষা দপ্তরের ছেলেমেয়েদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার, ট্যালেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা, স্মার্ট ক্লাস, বিভিন্ন জায়গায় ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপন, বন্দে ত্রিপুরা চ্যানেল, পিএম-জনমন প্রকল্প, বিনামূল্যে ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণ সহ বহুবিধ কর্মসূচি চালু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে সামনে রেখে লিপিকা দাসগুপ্ত মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ইংরেজি ও বাংলা ভাষার পাশাপাশি ককবরক ভাষার সংযোজনে ছাত্রছাত্রীরা তিনটি ভাষাই শিখতে পারবে এবং জাতি-জনজাতির সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ককবরক ভাষার সংযোজন অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। তিনি বলেন, ককবরক ভাষার পাশাপাশি বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার সংমিশ্রণে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একদিকে যেমন সুসম্পর্ক তৈরি হবে অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীরা তিনটি ভাষা শিখতে পারবে। তিনি এই বিদ্যালয়ের আরও গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সার্থকতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন লিপিকা দাসগুপ্ত মেমোরিয়াল স্কুলের ট্রাস্টি ডা. গৌরব দাসগুপ্ত। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস (দত্ত), বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, বিধায়ক সুশান্ত দেব, লিপিকা দাসগুপ্ত মেমোরিয়াল স্কুলের এমডি ডা. আলেখ্য দাসগুপ্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন লিপিকা দাসগুপ্ত মেমোরিয়াল স্কুলের ট্রাস্টি ডা. অলিভিয়া দাসগুপ্ত।

নেশাসামগ্রী সহ চার নেশা কারবারি পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: এবার রাজধানীর বিভিন্নস্থানে অভিযান চালিয়ে ১৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ চারজন নেশাকারবারীকে গ্রেফতার করেছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার জন্য প্রতিদিন নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে রাজ্য পুলিশ। তা সত্ত্বেও রাজ্যে নেশাকারবারীরা তাদের পাচার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। গতকাল ফের রাজধানীর বিভিন্নস্থানে অভিযান চালিয়ে ১৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ চারজন নেশাকারীরবারীকে গ্রেফতার করতে সমর্থ্য হয় পুলিশ। উদ্ধার ব্রাউন সুগারের কালোবাজারি মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা। ধৃতরা হল আব্দুল হোসেন, পিন্টু মিয়া, অমিতাভ মজুমদার ও মিঠু মজুমদার। আজ ধৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে পূর্ব থানার পুলিশ আধিকারিক এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন নেশার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত অভিযান চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গতকাল ধলেশ্বর, আশ্রম চৌমুহনী সহ বেশ কয়েকটি স্থানে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য আসে। এছাড়া তিনি বলেন নেশাকারবারীদের আটক করার পাশাপাশি উদ্ধার করা হয় দুটি মোটরসাইকেল একটি স্কুটি এবং একটি অটো। সেই সাথে তিনি জানান পালিয়ে যাওয়া অটোচালককে খুব শীঘ্রই জালে তুলবে পুলিশ।

রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমে বিনামূল্যে শিশুর হৃদযন্ত্রে সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে পামেলি। গোমতী জেলার করবুক মহকুমা হাসপাতালের অধীন শিলো রায় পাড়ার বাসিন্দা পাইশ্রোহো রিয়াং এর কন্যা সন্তান পামেলি রিয়াং প্রায় সময়ই শ্বাস কষ্ট জনিত সমস্যা হত। গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এক স্ক্রিনিং কর্মসূচিতে শিলাছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের (আরবিএসকে) চিকিৎসক ডাঃ গয়াসুর ভক্ত জমাতিয়া এবং ডাঃ লাকি সন্দীপা রিয়াং শিশুটির শারীরিক পরীক্ষা-নিরিক্ষা করেন। তখন চিকিৎসকগণ শিশুটির হৃদযন্ত্রের সমস্যার ব্যাপারে আঁচ করেন। তখন চিকিৎসকগণ শিশুটির অভিভাবকদেরকে শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার পরামর্শ দেন এবং শিশুটিকে গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। গোমতী জেলা হাসপাতালে গত ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ শিশুটির ইকোকার্ডিওগ্রাফি করা হয়, আর তাতেই শিশুটির হৃদযন্ত্রের সমস্যাটি সনাক্ত হয়। তখন রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের (আরবিএসকে) চিকিৎসকগণ শিশুটির অভিভাবকদেরকে শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিরাজ্যে নিয়ে গিয়ে হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য বলেন, যা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হবে বলে জানান। এই আশ্বাস পেয়ে শিশুটির অভিভাবকগণ শিশুটিকে চেন্নাই অ্যাপোলো চিলড্রেন হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার করার জন্য সম্মত হন। তখন রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের (আরবিএসকে) চিকিৎসকগণ শিশুটিকে চেন্নাই অ্যাপেলো চিলড্রেন হাসপাতালে রেফার করেন। এরপর শিশুটির অভিভাবক সহ শিশুটিকে নিয়ে গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ চেন্নাইয়ে অ্যাপেলো চিলড্রেন হাসপাতালে পৌঁছান এবং এদিনই শিশুটির হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারের জন্য ভর্তি করা হয়। অ্যাপলো চিলড্রেনস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্বাবধানে এদিনই শিশুটির সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হৃদযন্ত্রে সফলভাবে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর শিশুটির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ও সুস্থ থাকায় পরদিনই হাসপাতাল থেকে তাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রাজ্যে ফিরে আসেন। শিশুটির পিতা পাইশ্রোহো রিয়াং এর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় তার হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারের মতো এতো ব্যয়বহুল খরচ বহন করা সম্ভব হত না। তাই রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারের সহায়তা পেয়ে তিনি খুব খুশি। এজন্য তিনি রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের রাজ্য কর্তৃপক্ষ, শিলাছড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের চিকিৎসকদের টিম সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। শিশুটি সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসায় তার পরিবারে অন্য সদস্যরাও আনন্দিত। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আগরতলায় কংগ্রেসের কর্মসূচি, মোদি-আদানি-বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

আগরতলা, ১১ মার্চ : আজ প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকে 'জয় বাপু, জয় ভীম, জয় সংবিধান' কর্মসূচির অংশ হিসেবে শহর আগরতলা ও ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক লড়াইকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের জমায়েতে সমর্থকরা দলে দলে যোগ দেন।

প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব, যথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিধায়ক বিরজিত সিনহা, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতা-নেত্রীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও দিল্লি থেকে আগত সর্বভারতীয় সেবাদলের সভাপতি লালজি দেসাইও বক্তব্য রাখেন।

বক্তব্যে লালজি দেসাই বলেন, মোদী সরকার সংবিধানের অপমান করতে কখনো পিছপা হয় না। যেখানে সংবিধান দেশের জনগণকে অধিকার আদায়ের সুযোগ দিয়েছে, সেখানে বর্তমান সরকার তার বিরুদ্ধে কাজ করছে। তিনি মোদী, আম্বানি ও আদানীর 'মডেল' প্রসঙ্গে বলেন, ত্রিপুরার জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে। আম্বানি এবং আদানী একাধিপত্য বিস্তার করে চলেছেন, যা দেশ তথা রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য হানিকর।

এদিনের জনসভায় উপস্থিত মানুষজন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপি সরকারের নিরাতন ও সংবিধান বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেন।

তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের ল্যান্ডফোন অচল

তেলিয়ামুড়া, ১১ মার্চ : তেলিয়ামুড়ার বিদ্যুৎ নিগমের অন্তর্গত সাব ডিভিশন ওয়ানের সাধারণ মানুষদের জন্য বিএসএনএল-এর ল্যান্ড ফোন দীর্ঘদিন ধরেই অচল হয়ে রয়েছে। ফলে, বিদ্যুৎ ভুক্তারা বিদ্যুৎ নিগমের সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন না। অভিযোগ উঠেছে, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে এই সমস্যা চলতে থাকলেও এখনো কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অবশেষে, বিদ্যুৎ নিগমের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আজ বিদ্যুৎ নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার উৎপল কর সংশ্লিষ্ট জনগণকে জানিয়েছেন, যেহেতু ল্যান্ড ফোন খারাপ রয়েছে, তাই আপাতকালীন পরিস্থিতিতে একটি মোবাইল নম্বর সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ ভুক্তারা এখন ওই নম্বরে (৬০৩৩১৩১৮৫৪) রাত্রি দশটা পর্যন্ত যোগাযোগ করতে পারবেন। তবে, বিদ্যুৎ নিগমের তরফ থেকে এই নতুন নম্বরটি সরবরাহ করা হলেও, বিদ্যুৎ ভুক্তাদের মনে সন্দেহ রয়েছে যে, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ নিগমের সেবার মান নিয়ে যেভাবে প্রশ্ন উঠছে, তার মধ্যে এই নম্বরের মাধ্যমে আদৌ সেবা পাওয়া যাবে কিনা।

বিএসএফ ১৬৯ ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে সীমান্ত এলাকায় সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের আয়োজন

আগরতলা, ১১ মার্চ : সীমান্ত অঞ্চলের জনগণ ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে বিএসএফ ১৬৯ ব্যাটালিয়ানের উদ্যোগে এক বিশেষ সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। জলেয়া বিএসএফ ক্যাম্পে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৬৯ নম্বর ব্যাটালিয়ানের কমান্ডেন্ট অজয় কুমার এবং ডিআইজি অনিল শর্মা।

এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাসামগ্রী, ক্রীড়া সামগ্রী, বাদ্যযন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, পানীয় জলের অভাব রয়েছে এমন স্থানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও সরবরাহ করা হয়েছে। বিএসএফের এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে সহায়তা করবে বলে আশাবাদী অভিভাবক ও শিক্ষকরা।

এছাড়া, বিএসএফ কর্মকর্তারা জানান, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষাসাহায্য প্রদান নয়, বরং সীমান্ত এলাকার জনগণের সাথে বিএসএফের সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং এলাকার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তাদের সমস্যাগুলোর সমাধানেও উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন কর্মকর্তারা। এলাকাবাসীর অভিমত অনুযায়ী, এই মহতী উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ব্যাপক সহায়ক হবে। একই সঙ্গে, বিএসএফ এবং সীমান্ত এলাকার জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে, যা সামগ্রিকভাবে এলাকার উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিএসএফের এই মানবিক ও নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের মধ্যে আস্থার সেতু গড়ে তুলবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অসুস্থ সাংবাদিক গৌতমের পাশে জার্নালিস্ট ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: উদয়পুরের অসুস্থ সাংবাদিক গৌতম চক্রবর্তীর পাশে দাঁড়াল ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন। আজ তাকে আর্থিক সাহায্যে করেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি , আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক প্রণব সরকার। উল্লেখ করা যেতে পারে সাংবাদিক গৌতম চক্রবর্তী গুরুতর অসুস্থ। বর্তমানে তার চিকিৎসার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। শ্রী সরকার তাকে সব ধরনের সহযোগিতা আশ্বাস দিয়েছেন। শ্রী সরকার এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

খোয়াইয়ে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার এক কুখ্যাত কারবারি

খোয়াই, ১১ মার্চ : খোয়াই থানার পুলিশ এক সফল নেশা বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য অর্জন করেছে। সম্প্রতি, খোয়াই শহরের রাধানগর স্টেট এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ এক কুখ্যাত নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, খোয়াই- এর বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রতিকালে নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে গাঁজা ও ব্রাউন সুগার কারবারির পাঁচজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে, বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পারে যে, আগরতলা থেকে একটি বাস গাড়ি খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে আসছে, এবং সেই বাসে নেশা সামগ্রী লুকানো রয়েছে। খবর পাওয়ার পর, খোয়াই থানার পুলিশ সকাল থেকেই রাধানগর স্ট্যান্ডে সতর্ক অবস্থানে ছিল। বাস গাড়ি থেকে নামার পর, লালছড়া এলাকার বাসিন্দা জয়ন্ত ভৌমিককে তল্লাশি করা হয়। তার কাজের মধ্যে সাবানের দুটো কেসে লুকানো ২৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। এন ডি পি এস আইনে একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ অভিযুক্ত জয়ন্ত ভৌমিককে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ বলেছে, এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মেলাঘর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

আগরতলা, ১১ মার্চ : মেলাঘর পৌর পরিষদ এবং সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার মেলাঘর পৌর পরিষদের হলঘরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কিশোর বর্মন, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সমাজসেবক উত্তম দাস, মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন অনামিকা ঘোষ পাল, সমাজসেবক শুভজিত দাস এবং আরও অনেক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করতে

রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের আলোচনায় আহ্বান কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: আইনগত কাঠামোর মধ্যে থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভাপতি ও বরিষ্ঠ নেতাদের আলোচনা করার জন্য চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আজ রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পাঠানো চিঠিতে ভারতের নির্বাচন কমিশন আইন অনুসারে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের সভাপতি এবং বরিষ্ঠ নেতাদের সাথে সুবিধাজনক সময়ে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছে।

পাশাপাশি ভারতের নির্বাচন কমিশন সমস্ত জাতীয় এবং রাজ্য রাজনৈতিক দলগুলিকে ৩০ এপ্রিল, ২০২৫-এর মধ্যে ইআরও, ডিইও বা সিইও স্তরের যে কোনও আধিকারিকের নিকট অমীমাংসিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রস্তাব পাঠানোর জন্যও আমন্ত্রণ জানিয়েছে। গত সপ্তাহে ভারতের নির্বাচন কমিশনের এক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সমস্ত রাজ্য। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সিইও, ডিইও এবং ইআরও-দের রাজনৈতিক দলগুলির সাথে নিয়মিত সভা করতে ও সেই সভাগুলিতে পাওয়া যে কোনও প্রস্তাবকে আইনগত কাঠামোর মধ্যে যথাযথভাবে সমাধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কিত রিপোর্ট কমিশনে জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন রাজনৈতিক দলগুলিকে এই বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থাটি সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দ্বারা চিহ্নিত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুকর পালন সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এক দিবসীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: মঙ্গলবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের শুকর পালন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে শুকর পালন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের সচিব দপ্তর অধিকর্তা সহ অন্যান্যরা।

এদিন অনুষ্ঠানের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী বলেন আমাদের রাজ্যের ৯৮ শতাংশ মানুষ মাংস খান। স্বাভাবিক কারণেই মাংসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তবে চাহিদা পূরণ করার জন্য উৎপাদনও ব্যাপক পরিমাণে হচ্ছে। কোনভাবেই যাতে ঘাটতি পূরণে সমস্যা দেখা না দেয় সেজন্যই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের তরফ থেকে এ ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শোকরসহ অন্যান্য প্রাণীর রোগ নিরাময়ের জন্য আগাম সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে ও জানিয়েছেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী।

শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের ছাড়া হবে না ঃ বিজেপি

আগরতলা, ১১ মার্চ : রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবেনা, হউক সে শরিক দল। তিপরা মাথা-কে কার্যত এভাবেই সতর্ক করলো বিজেপি। বর্তমান সময়ে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের একাধিক বক্তব্য ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি, তাঁর বক্তব্য ঘিরে রাজ্যের জাতি জনজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে। এদিকে, শরিক দলের নেতৃত্বের এধরনের বক্তব্যে বিজেপির অবস্থান নিয়েও সমালোচনা হচ্ছে। অবশেষে প্রদ্যোতের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির অবস্থান জানালেন দলের মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য।

তাঁর কথায়, দল এই বিষয়ে অবগত রয়েছে। ত্রিপুরায় দ্বিতীয় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিশেষ কিছু বিষয়কে সামনে রেখে তিপরা মথা জোটে সামিল হয়েছে, সরকারেও রয়েছে তারা। কিন্তু তারা একটি ভিন্ন রাজনৈতিক দল। তাদের নীতি আর্দশ আলাদা। বিজেপির মতাদর্শের সাথেও তাঁদের ফারাক রয়েছে। নবেন্দুর দাবি, বিজেপির একটি পৃথক অবস্থান রয়েছে। তবে কেউ যদি মনে করে থাকেন, রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট করে বিভেদ সৃষ্টি করবে তাহলে তারা "মূর্খের স্বর্গে বাস করছে"। কারণ রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রয়েছে।

তাঁর সাফ কথা, বিজেপি এধরনের প্রতিটি বিষয়কে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে। যেকোনো দল, যেকোনো সংগঠন, যদি রাজ্যের পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করে তাহলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

দেশ তখনই সমৃদ্ধ হবে যখন নারী ও পুরুষ সমঅধিকার ভোগ করবে: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ: বাল্যবিবাহ রোধে জন আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। একটি দেশ তখনই সমৃদ্ধ হবে যখন নারী ও পুরুষ সমঅধিকার ভোগ করবে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সমস্ত প্রকল্প সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিদেরও অবহিত হয়ে গ্রামীণ জনগণকে সচেতন করতে হবে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় আজ প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ণ নিয়ে আয়োজিত পশ্চিম জেলাভিত্তিক একদিনের সচেতনতা কর্মশালায় এই কথা বলেন। কর্মশালায় পশ্চিম জেলার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিগণ, আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটরগণ, পুর পরিষদের কাউন্সিলারগণ, নগর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিগণ, শিশু কল্যাণ কমিটি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকা, জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সদস্য ও সদস্যাগণ অংশ নেন।

কর্মশালার উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর একজন ব্যক্তির জন্মের আগে থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন পরিসেবা দিচ্ছে। জন কল্যাণে এই দপ্তরের বহু প্রকল্প রয়েছে। এসমস্ত প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে এই কর্মশালা সদর্থক ভূমিকা নেবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার শিশু ও নারী কল্যাণে অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিক্ষা, সুষম খাদ্য, পানীয়জল, শৌচালয় প্রভৃতি সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা শিশু ও নারী কল্যাণে আন্তরিকভাবে কাজ করছেন। রাজ্যে ৭০ হাজারের বেশি দিব্যাঙ্গজন রয়েছেন। ইতিমধ্যে ৪০ হাজারের বেশি দিব্যাঙ্গজনকে ইউডি আইডি কার্ড দেওয়া হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্পনসরশিপ এবং ফোস্টার কেয়ার অ্যালাইন্স প্রকল্পে একজন শিশুকে মাসে ৪ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী অন্ত্যোদয় শ্রদ্ধাঞ্জলী যোজনায় মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০০০ টাকা করে সহায়তা করা হচ্ছে। রাজ্যে ৩৪টি সামাজিক ভাতা প্রকল্পে বছরে ৪ লক্ষ ৮০০০ জনকে বিভিন্ন সামাজিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, জ্যুভেনাইল জাস্টিস ফান্ডে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত একজন শিশুকে চিকিৎসার জন্য ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা দেবার সংস্থান

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas